VIDÁYA-VIDYÁLAYA !

OR

A FAREWELL ADDRESS TO THE COLLEGE.

BY

ÁLOKANÁTH NYÁYABHÚSHANA,

Late Senior Scholar and Head Pandit, Calcutta Government Sanskrit College.

বিদায়—বিদ্যালয় !

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত-বিদ্যামন্দিরের উন্নতবৃত্তিমচ্ছাত্রচর
ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান ব্যাকরণাধ্যাপক

শ্রীআলোকনাথ ন্যায়ভূষণ

প্রণীত।

"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে......"

কালিদাস।

কলিকাতা

আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্ ১৪০। ৭ নং ভবন হইতে গ্রন্থকার-কর্তৃক
খৃঃ অব্দ ১৯০২ সালের ২৫এ জুন প্রকাশিত।

৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত যন্ত্রে,
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯।

Price 4 Annas. [All rights reserved.] মূল্য।০ আনা।

সূচীপত্র।

প্রসঙ্গ।	পৃষ্ঠাঙ্ক
অবতরণিকা	১
হৃদয়োচ্ছ্বাস	১৬
ছাত্রগণের প্রতি	৮৯
উপসংহার	৮১
ক্রোড়পত্র	৮৫
সংস্কৃত কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	১০৩
তালিকা	১০৯
বিদায়	১০৫

বিদায়—বিদ্যালয়!

অবতরণিকা।

নমেঽস্তি বিদ্যা ন তথাস্তি মেধা
নবাস্তি বুদ্ধিঃ প্রতিভোজ্জ্বলা চ।
মন্দঃ পরীক্ষার্ণবমুত্তরীতুং
দেবীং গিরাং স্বাং জননীঞ্চ বন্দে॥

(১)

হে সংস্কৃত-পাঠশালে! জননি আমার,
পরীক্ষা-সাগর হ'তে কিসে হ'ব পার;
পরীক্ষাত শত শত অবিরত নানামত
দিয়াছি অকুতোভয়ে জীবন-সঙ্গ্রামে,
আজি কেন ভয়ে মরি পরীক্ষার নামে?

(২)

আসিয়া করম-ধামে পরীক্ষা মা ! যত,
দিলাম করম-বশে কহিব তা' কত ;
কিন্তু এ পরীক্ষামত কিছুতেত মর্ম্মাহত
করে নাই এত, তাই ভাবি মনে মনে,
এ ঘোর সঙ্কটে হ'ব উত্তীর্ণ কেমনে।

(৩)

জননি ! যখনি যেই আশা-তন্তু ধরে',
ভেসে'ছি আনন্দ-নীরে মুহূর্ত্তের তরে,
বিধাতা তা' নিজ করে তখনি ছেদন করে'
ডুবা'য়েছে অভাগারে দুখের পাথারে,
বিদীর্ণ করিয়া হৃদি অশনি-প্রহারে।

(৪)

দূরে আরোহণ করি' কত আশালতা
বিশীর্ণ হইল, তা'র কি কব বারতা ;
হ'তে হ'তে প্ররোহিত কত হ'ল তিরোহিত
মানস-উদ্যান হ'তে দুর্ভাগ্য-বাত্যায়,
সুখের স্বপন প্রায়, বলা নাহি যায়।

(৫)

যাঁ'দের কৃপায় লভি' অমূল্য জীবন,
সদানন্দে হেরি বিশ্ব-বিনোদ-কানন ;
সদা রাখি' বুকে বুকে কিসে আমি র'ব সুখে,
দিবানিশি এ চিন্তায় দেহ-পাত করি',
যতন করাতে যাঁ'রা আছি প্রাণ ধরি'।

(৬)

স্বার্থপর-এজগতে যাঁহাদের গণি
অকৃত্রিম বাৎসল্যের অদ্বিতীয় খনি ;
আত্মাকে বঞ্চিত করে' অনিদ্রায় অনাহারে
কত ক্লেশ সহিলেন যাঁ'রা অকাতরে,
তৃণজ্ঞান করে' এই পাষণ্ডের তরে।

(৭)

পরম-আরাধ্য সেই জননী জনকে
হারা'য়েত অনায়াসে আছি জীবলোকে ;
ভুলে' কভু এ জীবনে তাঁ'দের করিনা মনে,
সঁপে'ছি বিস্মৃতি-গর্ভে তাঁ'দের সন্ধান,
এমনি এ কৃতঘ্নের বজ্রময় প্রাণ !

(৮)

ত্রয়োদশ সহোদর ছিনু একদিন,
অধুনা একাকী পড়ে' আছি ভাগ্যহীন ;
অসময়ে প্রাণসম রূপে গুণে অনুপম
দ্বাদশ অনুজ মম গিয়াছে ফেলিয়া,
অথচ আছিত হিয়া পাষাণে বাঁধিয়া।

(৯)

বহুকাল ধরে' নিজ ভবনে রাখিয়া,
যতনে বিহগ-শিশু পালন করিয়া,
ক্রমে যবে বৃদ্ধি পায়, তুচ্ছ অর্থ লালসায়
যেমতি শৌনিক হ'য়ে নির্ম্মম-হৃদয়,
অনা'সে সহসা করে তা'দের বিক্রয়।

(১০)

তেমতি অন্ধের যষ্টি স্নেহের পুতলি,
দ্বাদশটি কন্যাপুত্র একে একে তুলি',
দুরন্ত কালের করে অকাতরে দিয়া ধরে'
এইত রহে'ছি বেঁচে' অম্লান-বদনে,
তবে আজি আত্মহারা হই কি কারণে ?

(১১)

এ সব আনন্দ-মূর্ত্তি হেলায় পাশরি'
যখন রহে'ছি ভবে আজো প্রাণ ধরি',
অটল হিমাদ্রি সম, তবে কেন এ বিষম
ভয়ে জড়সড় হয় পাষাণ-হৃদয়,
কেন বা নিরখি আজি বিশ্ব শূন্যময় ?

(১২)

দৈবের নিগ্রহ সহে' শিশুকাল হ'তে
অসাড়-হৃদয় হ'য়ে আছি এ জগতে ;
ভাল মন্দ এ বিচার অধুনা করি না আর,
ঢালিয়া দিয়াছি অঙ্গ নিরাশা-সাগরে,
কি হবে অনধিকার-চর্চ্চা মিছে করে'।

(১৩)

দারুণ স্রোতের মাঝে ঘাত-প্রতিঘাতে
অবশ হ'য়েও আমি আছিত আমাতে ;
চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রক্ষা করে নাই কেউ,
তবুত রেখে'ছি স্থির সংসার-সাগরে
আত্মারে, জননী-পদ ধ্রুবলক্ষ্য করে'।

(১৪)

নিয়তির গতি রোধে হেন সাধ্য কা'র,
দেবের দুষ্কর ক্ষুদ্র নর কোন্ ছার ;
এড়াই স্বকর্ম্ম-ফল না ধরি এরূপ বল,
ভবের শিক্ষায় শেষে বুঝিয়াছি সার,
অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে বদ্ধ নিখিল সংসার।

(১৫)

যে দুরাত্মা প্রাণদণ্ডে হইয়া দণ্ডিত,
বধ্য-ভূমি চক্ষে দেখে' হয়গো শঙ্কিত ;
হাহাকারে জনতার যেমতি সে অভাগার
বধাগ্রেই দেহ ছাড়ি' উড়ে' যায় প্রাণ,
ঠিক্ সেই দশা মম হয় অনুমান।

(১৬)

বিষম সমস্যা আজি হ'ল উপস্থিত,
শিহরে অন্তর-আত্মা পরাণ স্তম্ভিত ;
চারি ধারে অন্ধকার হেরিতেছি অনিবার,
বিরাগে হৃদয়-তন্ত্রী বাজে অনুক্ষণ,
নিরন্তর হইতেছে বামাক্ষি-স্পন্দন।

(১৭)

শৈশব-সঙ্গিনি মম ওমা পাঠশালে !
না জানি রাখিলে ধরে' কিবা ইন্দ্রজালে
বাঁধি' হৃদি-কারাগারে স্নেহ-ডোরে সে আমারে,
আয়স হৃদয় যা'র পরীক্ষার নামে,
হেলেনি টলেনি কভু জীবন-সঙ্গ্রামে।

(১৮)

সকল লোকের মুখে শুনি এ বচন,
নাট্যশালা মাত্র এই নিখিল ভুবন ;
না জানি কি অভিনয় রঙ্গভূমে এ সময়,
জননি ! এ নটাধমে করিতে হইবে,
বুঝিবা বিধাতা শিরে অশনি হানিবে।

(১৯)

নতুবা এতই কেন কাঁদিছে পরাণ,
কেন বা দুঃসহ ইহা হয় অনুমান ;
পরীক্ষার স্থান ধরা ভীষণ আবর্ত্তে ভরা,—
এ কথার আগে নাহি ছিল অর্থ-জ্ঞান,
আজি তা'র পাইলাম বিশদ প্রমাণ।

(২০)

ইতি পূর্ব্বে নেত্রপাত করিয়া তোমাতে
শরতের রাকা-শশী পাইতাম হাতে ;
দূরে যে'ত দুখরাশি আনন্দ-সাগরে ভাসি'
আত্মহারা হইতাম মনের উল্লাসে,
আজি কেন অন্ধকার হেরি হৃদাকাশে ?

(২১)

জননি ! জনমমত ছাড়িয়া তোমায়
বিদায় লইতে হ'বে কালের আজ্ঞায়,
হেন নিদারুণ কথা শুনাইতে পাই ব্যথা,
কেমনে বা বলি বাণী না সরে আমার,
অসহ্য-বেদন গণি দৈবের প্রহার।

(২২)

কুক্ষণে গগনে আজি সমুদিল রবি,
হরিতে এ চিত হ'তে চরণেন্দু-ছবি ;
যে ছবি মা অকাতরে মানস-নয়ন-ভরে'
পঞ্চাশ বরষ ধরে' হেরে' হৃষ্টমনে,
পাশরি' সকল শোক ছিলাম ভুবনে।

(২৩)

যুগ-যুগান্তের বহু স্মৃতির বল্লরী-
বিজড়িত হ'য়ে ধর অপূর্ব্ব মাধুরী ;
এ সুষমা অনুপম অনুভব হয় মম,
হেরিব না ত্রিভুবন পাতি পাতি করে',
কাঁদিছে পরাণ তাই মা ! তোমার তরে।

(২৪)

ফুরা'ল সময়, ল'ব কাজে অবসর,
অনিচ্ছায় হইতেছি তাই অগ্রসর ;
কত কি চিন্তার স্রোত করিতেছে ওত-প্রোত,
হৃদয়ের অন্তস্তল মন্থন করিয়া,
পরাণ অতীত বাল্যে চাহিছে ফিরিয়া।

(২৫)

মৃদু-বিকম্পিত-পদে আনত-বদনে,
ধীরে ধীরে আসি তাই অনিশ্চিত-মনে ;
কভু ভাবি যাই ফিরে', কভু ভাসি নেত্র-নীরে,
দুলিছে সবেগে হৃদি সংশয়-দোলনে,
চরম বিদায় আজি চাহিব কেমনে।

(২৬)

এ জীবনে এইরূপে আর এক দিন
কাঁদিল বিষণ্ণ-মনে এই ভাগ্য-হীন ;
জননি গো, যে দিবসে পরিহরি' কালবশে
পূজ্য গুরু স্নেহময় সহপাঠিগণে,
প্রবেশিল অবিজ্ঞাত সংসার-কাননে।

(২৭)

জননি ! তখন কিন্তু আজিকার মত,
কিছুতেই হই নাই এত মর্ম্মাহত ;
সুখময় সুরসাল তখন যৌবনকাল,
কাজেই হৃদয় ছিল মহোৎসাহে ভরা,
অধুনা জরার রাজ্যে জীয়ন্তেই মরা।

(২৮)

ভবিষ্যৎ-মন্দিরের সৌন্দর্য্যের খনি
নয়ন-সমীপে ধরি' দিবস-রজনী,
উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণে বিষম বিষয়-বনে
অনর্গল মাতাইয়া সুচারু-হাসিনী
সহসা পলা'ল কোথা আশা কুহকিনী ;—

(২৯)

অধুনা এ হৃদয়ের তাই ধ্যান-জ্ঞান,
বিশ্বময় করিমাত্র তাহারি সন্ধান ;
এমন করিয়া যে সে ভুলা'য়ে মধুর হেসে'
একবারে চিরতরে করিবে প্রস্থান,
স্বপনেও করি নাই হেন অনুমান।

(৩০)

সে সময়ে মৃদু হাসি' মধুরভাষিণী
কত কি শুনা'ত আশা সুধামাখা বাণী ;
আমিও সে ছলনায় গলিতাম ক্ষিপ্তপ্রায়,
ছুটে'ছে আশার নেশা জননি ! এখন,
ভেঙে'ছে আশার বাসা জনম-মতন।

(৩১)

আগে মনে হ'ত যাহা শান্তির আগার,
ভীষণ শ্মশান হেরি আজি সে সংসার ;
জননি গো ! কাজে কাজে ভব-বাজারের মাঝে,
বাজিছে হৃদয়-তন্ত্রী আজি অনিবার
বিরাগের ভরে, যথা বীণা ছিন্ন-তার।

(৩২)

রাঙতায় মোড়া ছিল আগে এ ভুবন,
ভিতরের খড় মাটি দেখিনি তখন ;
কিছুই যে নাই সার, কেবল যে ফক্কিকার,
বাহ্য চটকেই হায় ! ভুলিনু তখন,
বিলক্ষণ জ্ঞান কিন্তু হ'য়েছে এখন।

(৩৩)

আজি এ সংসার আর নাই মা নূতন,
হাড়ে হাড়ে পরিচয় পে'য়েছি এখন ;
আগে ভাবিতাম ধরা পরম আনন্দে ভরা,
নব অনুরাগ আর নাই মা ! তেমন,
নিরাশা-সাগরে আজি হ'য়েছি মগন।

(৩৪)

ভাল নাহি লাগে আর উৎসবের মেলা,
জর্জর হ'য়েছি হেরে' অদৃষ্টের খেলা ;
কিসে শান্তিময়ী বেলা ভবপারে এই বেলা
লভি' ঘুচাইব ঘোর সংসার-যাতনা,
অধুনা ইহাই মাত্র মনের বাসনা।

(৩৫)

দুরাশার ছলনায় বহুদিন তরে,
যে জন স্বদেশ ছাড়ি' যায় দেশান্তরে ;
আশৈশব অনায়াসে প্রিয়জন-সহবাসে
সুখে দিন গেল যেথা, যথা তাঁর মন
জনম-ভূমির তরে হয় উচাটন ;—

(৩৬)

তথা ছাড়ি' মর্মভেদী সুদীর্ঘ নিশ্বাস
কাঁদিছে উদাস প্রাণ না মানে আশ্বাস ;
যদিও চলে'ছে দেহ লক্ষ্য করি' নিজ গেহ,
শৈশব-সঙ্গিনী ভাবি' হৃদয় আমার,
ফিরিয়া তোমার পানে চাহে বারবার।

(৩৭)

দিবানিশি হেন চিন্তা করি মনে মনে,
তব গুরু ঋণভার শুধিব কেমনে ;
এ জীবনে কিনা তুমি ? শৈশবের ক্রীড়াভূমি,
যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র, প্রবীণ দশায়
জীবন ধারণ করি তোমারি কৃপায়।

(৩৮)

তুমি যাই শিক্ষা দিয়া দেখা'লে শরণি,
চোক্ কাণ ফুটিয়াছে তাইত জননি !
তব প্রবর্ত্তিত পথ স্থির ধ্রুবতারা মত
লক্ষ্য কঁরি' এ সংসারে চলি অনিবার,
তুমি বিনা আর কেবা আছে অভাগার।

(৩৯)

হে সংস্কৃতপাঠশালে ! জননি আমার,
এ ভবে তুমিই মম ঐশ্বর্য্যের সার ;
কে আমি নগণ্য ছার, তবু ধন্য শতবার
আপনারে মানি, ওমা জননী-রতন !
তোমায় জননী বলে' করি' সম্বোধন।

(৪০)

জননীর শ্রীচরণে পায় যদি স্থান,
ব্রহ্মপদ নাহি চায় অভাগার প্রাণ ;
বেঁচে' র'বে যতদিন, যেন কভু এই দীন
নাহি ভোলে জননীর যুগল-চরণে,
এ আশিষ কর ওমা ! সুপ্রসন্ন-মনে।

(৪১)

বড় সাধ ছিল তব বদন-মণ্ডল,
পরকাশি' গুণরাশি করিব উজ্জ্বল ;
জগতে লাগা'ব তাক্, সে কথাত দূরে থাক্,
হেন জড় বুদ্ধি ল'য়ে সংসারে আসিনু,
নিষ্কলঙ্ক মুখ চাঁদ মলিন করিনু।

(৪২)

চটক্ দেখা'য়ে উঠি সমাজ-শিখরে,
এ প্রবৃত্তি উদিল না কদাপি অন্তরে ;
অথবা শকতি নাই, কি গুণে উন্নতি চাই,
অধুনা কামনামাত্র শান্তি সহকারে,
জননি ! যাইতে পারি ভব-সিন্ধু-পারে।

(৪৩)

অভাগা সন্তান সেই কালের আজ্ঞায়,
ক্ষুণ্ণ-মনে তব কাছে মাগিছে বিদায়,
জনমের মত আজি কেমনে যাইবে ত্যজি'
জীবন-সর্ব্বস্ব-ধনে, এই ভাবনায়
কাঁদিছে পরাণ তার বিয়োগ-ব্যথায়।

(৪৪)

কি ল'য়ে বিমনা হ'য়ে কাটা'ব ভুবনে
জননি ! জীবন-শেষ তোমার বিহনে ;—
হেন গুরু চিন্তাভার হৃদে জাগে অনিবার,
দু'নয়নে দর দর বহে বারি-ধার,
জননি ! বিষম দায়ে পড়ে'ছি এবার।

(৪৫)

অথবা কি বলিতেছি আমি মূঢ়মতি,
হেন শক্তি কার রোধে নিয়তির গতি ;
জননি ! তোমায় ত্যজি' অভাগা চলিনু আজি,
মনে করি ফিরি, কিন্তু নাই সে উপায়,
কাজেই মনের খেদে যাচিগো বিদায়।

(৪৬)

ঘন অন্ধকারে যথা দীপ-দরশন,
দুখ-অবসানে তথা সুখ-সঙ্ঘটন ;
আগে ভুগে' নানাসুখ, যে হেরে দুখের মুখ,
যার-পর-নাই দুখী সেই অভাজন,
জীবন মরণ তার মরণ (ই) শরণ।

(৪৭)

আগে সুখী করে' মোরে ঠিক্ সেইরূপ,
বিধাতা আমার প্রতি হ'য়েছে বিরূপ ;
অথবা প্রত্যেক জনে জানে ইহা এভুবনে,
আলোক-ছটায় অগ্রে সংসার উজলি,'
দারুণ অশনি হানে পশ্চাৎ বিজলি।

(৪৮)

জীবন-নাটকে হ'ল পট-আবর্ত্তন,
আজি হ'তে আরম্ভিল জীবনে মরণ,
তোমারি মা আশীর্ব্বাদে কাটা'লাম নির্ব্বিবাদে
এতকাল মহাসুখে মুহূর্ত্তের ন্যায়,
আনমনে থাকি তব চরণ-সেবায়।

(৪৯)

জীবনের শেষভাগ কাটিবে কেমনে,
এই ভাবনায় ভীত হইতেছি মনে,
কেননা অনন্যমনে কি শয়নে কি স্বপনে
তব যে চরণ-ধ্যানে ছিলাম মগন,
আজি তাহা হারা'লাম জনম-মতন।

(৫০)

চিরদিন কারো ভাগ্যে না যায় সমান,
কেমনে লঙ্ঘিব ইহা বিধির বিধান ;
স্বপন-সমান ধরা বিবিধ বিবর্ত্তে ভরা,
চক্রবৎ সুখদুখ করিছে ভ্রমণ,
আনন্দ-বিষাদ-রোলে পূর্ণ অনুক্ষণ।

(৫১)

সংসারের পরীক্ষায় যমের তাড়নে,
কাতরতা নাহি ঘটে মনস্বীর মনে ;
সুখে দুখে সমজ্ঞান প্রলয়ে ভাঙেনা ধ্যান,
বিকার কাহাকে বলে তাঁদের জীবনে,
পরিচয় নাই কভু ভুলেও স্বপনে।

(৫২)

অতীব অসার-চিত্ত আমি গো জননি !
কেমনে সহিব হেন বিরহ-অশনি,
নবম বর্ষের কালে যখন জননী বলে'
মা ! তোমারে মনে মনে করে'ছি বরণ,
তখন কেমনে ভুলি থাকিতে জীবন।

(৫৩)

অথবা পবিত্র তব স্মৃতি কোনমতে,
আশ্বস্ত করিবে র'ব য'দিন জগতে ;
কিছু স্থায়ী নয় ভবে, কেন মিছে কাঁদি তবে,
অনিত্য সংসার এই পরিবর্ত্তময়,
হেথা কার্ নাহি হয় দশা-বিপর্য্যয় ?

(৫৪)

নিবে'ছে স্নেহের দীপ হৃদয়-মন্দিরে,
কাল-বাত্যাবশে কত বিস্মৃতি-তিমিরে ;
কিন্তু ও পবিত্র ছবি, যেন চিরদীপ্ত রবি,
জাগিবে হৃদয়াকাশে সদা সগৌরবে,
ইচ্ছাময় যে ক'দিন রাখিবেন ভবে।

হৃদয়োচ্ছ্বাস।

(১)

অগত্যা আসি মা! তবে প্রণমি' চরণে,
দয়া করে' আশীর্ব্বাদ কর গো এক্ষণে,
উদার পবিত্র মনে দিও স্থান অভাজনে,
কালের তরঙ্গে যেন না যাই ভাসিয়া,
বিস্মৃতি-জলধি-মাঝে অভাগা বলিয়া।

(২)

নাহি ধরি বিদ্যা বুদ্ধি রচনা-চাতুরী,
না আছে স্মরণশক্তি বচনে মাধুরী,
বাগ্মিতা কাহাকে বলে জানিনা মা! কোন কালে,
তাই বলে' পদে ঠেলে' মরমে বেদন,
দিওনা মা! অধীনের এই নিবেদন।

(৩)

অতি অকিঞ্চন আমি জানি মনে মনে,
আকিঞ্চন করি তবু লুঠিতে চরণে ;
"কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাপি নয়,"—
আপামর সবে ইহা জানে বিশ্বময়,
সে বিশ্বাসে হ'য়েছে মা ! এ উচ্চ আশয়।

(৪)

বিশেষত জননীর নির্গুণ সন্তানে
সমধিক স্নেহ হয়, শুনি যাই কাণে,
তাই হ'ল এ বাসনা, না করিয়া প্রবঞ্চনা
রেখ গো মা ! ও অভয় পদ-কোকনদে,
কি বিপদে কি সম্পদে সদা নিরাপদে।

(৫)

স্বার্থপর এ সংসারে গুণের আদর
সবে করে, গুণহীন সদা হতাদর ;
এ নিয়ম অন্যে খাটে, কিন্তু ইহা নাহি আঁটে
অকারণ স্নেহময়ী জননীর প্রতি,
যাঁর স্নেহ-তটিনীর নিম্নদিকে গতি।

(৬)

রূপ নাই, গুণ নাই, তবু স্নেহ চাই,
কেননা তোমার স্নেহে কৃত্রিমতা নাই ;
'নির্গুণ সন্তান পর মার মায়া দৃঢ়তর,'—
এ গাথায় গাঁথা তব বিজয়-কেতন,
অপত্য-স্নেহের ইহা দুন্দুভি-ঘোষণ।

(৭)

ক'দিন বা র'ব আর এ মর-ভুবনে,
সত্বর যাইতে হ'বে শমন-সদনে ;
হ'য়েছে আয়ুর শেষ, জরা-ধবলিত কেশ,
ভব পারে যাইবার করি' আয়োজন,
অপেক্ষায় আছি কবে ডাকিবে শমন।

(৮)

যত কাল তব অঙ্কে করিয়া শয়ন
ছিলাম মা ! সদানন্দে করে'ছি যাপন ;
সুকুমার সুরসাল, সরল শৈশব-কাল
সে আনন্দ সঙ্গে ল'য়ে গিয়াছে জননি !
জীবন-মরুতে তাই নির্ঝরিণী গণি।

(৯)

স্বার্থপর সংসারের বিষম শঠতা,
অদৃষ্ট-চক্রের তথা ঘোর জটিলতা,
কা'রে বলে সে সময়ে, নাহি ছিল এ হৃদয়ে
পরিচয় লেশমাত্র, তাই হেন গণি,
শৈশব সুখের উৎস উৎসবের খনি।

(১০)

যৌবনের উপভোগে নাই আর সাধ,
তুচ্ছ অর্থ তরে আর না চাই বিবাদ ;
যদি হেলাগোলা মনে মনোমত সঙ্গী সনে
পারি মা ! শিশুর মত খেলিতে আবার,
তবে যেন নরজন্ম হয় অভাগার।

(১১)

আবার সুখের বাল্য যেই চলে' যায়,
যেন মা ভবের লীলা সংবরি হেলায় ;
নতুবা জনমে ছাই, এ জনম নাহি চাই,
মানব-বিবেক মম লাগিবে কি কাজে,
কেবল লাঞ্ছনা-ভোগ হ'বে বিশ্ব-মাঝে।

(১২)

নিশা অবসান হ'লে যথা তারাগণ
গগন-সাগর-মাঝে হয় নিমগন,
তেমতি মা! একে একে আমাকে একাকী রেখে'
অনেক সতীর্থ মম করে'ছে প্রয়াণ,
না হেরি তা'দের মত স্নেহভরা প্রাণ।

(১৩)

আবার মা! ইচ্ছা হয় তাহাদের সনে
তোমার উৎসঙ্গে খেলি পুলকিত-মনে;
সংসারের হলাহলে শোকরাশি-তুষানলে
সে সময়ে পারে নাই কাঁদা'তে পরাণ,
সে সুখ স্বপন সম এবে হয় জ্ঞান।

(১৪)

নিশা-শেষে রাজ্য-হারা হইয়া যেমতি,
তিমির-বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া মূরতি,
শশী গাত্র-অলঙ্কার ছিন্ন ভিন্ন তারা-হার
ছড়া'য়ে গগনাঙ্গনে অস্তাচলে ধায়,
শৈশব-রাজ্যের দশা তথা দেখা যায়।

(১৫)

দ্যু-লোকে গে'ছেন গুরু, বাল্য-সহচর,
দু'চারিটী মাত্র(১) হয় নয়ন-গোচর ;
বার্দ্ধক্যের বশীভূত রোগ-শোকে অভিভূত,
হেরে' সে প্রাচীন মূর্ত্তি না হয় প্রত্যয়,
কাল-ক্রোড়ে কা'র সাধ্য সমভাবে র'য় !

(১৬)

কত শত অপরাধ চরণ-কমলে,
বাল্য-কালে করিয়াছি জ্ঞান-হীন বলে' ;
সে দোষ না হৃদে তুলে' জননি গো ! যে'ও ভুলে,'
আপনার নৈসর্গিক উদারতা-গুণে,
হিতাহিত-বোধ কবে থাকে মা ! নির্গুণে ?

(১৭)

তুমি বিনা অভাগার আর কেহ নাই,
থাকিতে তোমার কাছে তাই এত চাই ;
কি নিকটে কিবা দূরে, নিখিল সংসার ঘুরে'
দেখিনু সন্ধান করে' সমুদয় ঠাঁই,
জুড়া'বার স্থান হেন কোথাও না পাই।

(১) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১৮)

জনম-জনমান্তরে যদি ভবে আসি,
তব পদ সেবি' যেন সুখার্ণবে ভাসি ;
জপ, তপ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কিছুরি জানিনা মর্ম্ম,
কি কাজে লাগিবে ওমা ! গুণের সম্ভার ?
জানিত সন্তানে মার বাৎসল্য অপার।

(১৯)

স্থানান্তরে নাহি ঘুরে' উন্নতি-আশায়,
সঁপিনু জীবন তব চরণ-সেবায় ;
দিবানিশি সযতনে খাটিয়াছি প্রাণপণে,
লঘু করিবার তরে গুরু ঋণভার,
কি সাধ্য শুধিব আমি মা ! তোমার ধার।

(২০)

নির্ঘৃণ হইয়া সেবি' ধনান্ধের দ্বার,
পরিচয় দিই নাই নীচাশয়তার ;
তোমার সন্তান হ'য়ে তোমারি মা ! মুখ চে'য়ে,
পরম-গৌরব-ভরে যাপিয়াছি কাল,
ভবার্ণবে ছাড়ি নাই ভুলে' ধৈর্য্য-হাল।

(২১)

এক-দৃষ্টে তব পদ ধ্রুব লক্ষ্য করে',
আত্মাকে রেখে'ছি ধরে' আবর্ত্তের ঘোরে ;
অকূল পাথারে দিক্ সদা রাখিয়াছি ঠিক্,
চারি ধারে নেহারিয়া প্রবল তুফান,
করে'ছি অশান্ত প্রাণে সান্ত্বনা-বিধান।

(২২)

করম-সাগরে কভু না করিয়া ভুল,
জননি ! নির্ব্বিঘ্নে এবে পাইলাম কূল ;
কি বিপদে কি সম্পদে মতি রেখে' বিভু-পদে
এইরূপ নিরাপদে ভব-সিন্ধু-পারে,
যে'তে পারি এ আশিষ কর মা ! আমারে।

(২৩)

যখন উদরে ধরে' বাড়া'লে সম্মান,
কৃপণতা কর'না মা ! দিতে পদে স্থান ;
অকৃতী তনয় আমি, জানেন অন্তর-যামী,
তাহে কিবা ক্ষতি দৈব হইলে সহায়,
এক ভাগ্য ল'য়েত মা ! এসে'ছি ধরায়।

(২৪)

পুত্র-ভাগ্য ধন-ভাগ্য যশোভাগ্য আদি,
নানাবিধ সৌভাগ্যের নাহিক অবধি ;
সব ভাগ্য একাধারে নাহি ঘটে এসংসারে,
তাই বলি এ দীনের আছে এক বল,
জননি ! জননী-ভাগ্য পরম সম্বল।

(২৫)

সৌভাগ্য না থাকিলে মা ! কেন দয়া করে',
রত্ন-গর্ভা তুমি মোরে ধরিবে জঠরে ?
নিরাশ্রয় দেববাণী আপন সৌভাগ্য মানি',
একদা দুর্দ্দিনে যাহে লইল শরণ,
সে উদরে জন্মে হেন সুকৃতী ক'জন ?

(২৬)

জননি ! মুসলমান-রাজ্য-অবসান
হ'ল যাই, তাই তুমি লভিয়া পরাণ,
কোলে ল'য়ে দেববাণী, কলিকাতা-রাজধানী
অলঙ্কৃত করে' আজি করিছ বিরাজ,
এ তব অক্ষয় কীর্ত্তি, সুসভ্য ইংরাজ !,—

(২৭)

চিরকাল কাল-বক্ষে রহিবে ক্ষোদিত,
কৃতজ্ঞ ভারত কভু হ'বে না বিস্মৃত ;
পাঠশালে ! তুমি যাই কেন্দ্ররূপে আছ তাই,
চতুষ্পাঠী-সৃষ্টি হ'ল বঙ্গময় যত,
বিটপী-শাখার মত বর্ণিব তা' কত।

(২৮)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তব দুহিতার
আদর করেন করি' গুণের বিচার ;
প্রাচীন ভারত নাই, স্বাধীন হৃদয় নাই,
ভারত আপন ধনে চিনিতে না পারে,
রত্নাকর ছেড়ে' রত্ন খোঁজে অব্ধি-পারে।

(২৯)

স্বরগীয় উইল্‌সন, গোল্‌ডষ্টুকর্,
স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স্, রথ্, মোক্ষমূলর্,
বোথলিঙ্ক্, ওয়েবার্, কোলব্রুক্, বুল্‌হার্,
উইলিয়ম্, কাউএল্, টনি, গ্রিফিথ্, হুইলার্,
ব্যালেণ্টাইন্-আদি কাছে কত মান তা'র।

(৩০)

জননি ! বিদরে হৃদি বলিতে এ কথা,
কাহারে বা বলি হেন দুখের বারতা ;
একদা মা ! যে ভাষায় ঋক্-গানে এ ধরায়,
পঞ্চনদ-তীরে মেতে' আর্য্য-ঋষিগণে
বিশ্ববারা আদি পুণ্য মহিলার সনে,—

(৩১)

অতি পুরাকালে এই নিখিল ভারত,
পবিত্র করিল, যবে সমগ্র জগৎ
অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হ'য়ে ছিল ভূ-পতিত,
আজি সেই ভারতের সুযোগ্য সন্তান,
পদে পদে সে ভাষাকে করে তৃণ-জ্ঞান।

(৩২)

ভারত-দুর্ভাগ্য-বশে আজি দেববাণী
অর্থকরী নহে, ইহা শিরোধার্য্য মানি';
কিন্তু ভারতের ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বকর্ম্ম-
মর্ম্ম-বোধে যে ভাষার নিত্য প্রয়োজন,
তা'র এ দুর্গতি, একি বিধি-বিড়ম্বন !

(৩৩)

যত রূপ ভাষা আছে ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে,
সবারি জনম দেব-বাণীর জঠরে(২) ;
তাই বলি হেন বাণী, পরম সৌভাগ্য মানি'
কণ্ঠহার কর সবে মহা সমাদরে,
ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের তরে।

(৩৪)

ইংরাজি-শিক্ষার গুণে নানা উপকার
হ'য়েছে যে এ ভারতে করি তা' স্বীকার ;
কিন্তু বিজাতীয় শিক্ষা মূল-মন্ত্রে হ'লে দীক্ষা
ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ হ'বে না কল্যাণ,
ভাগ্য-দোষে হারা'য়েছে ভারত এ জ্ঞান।

(৩৫)

ভারত-উন্নতি-কল্পে সংস্কৃত ভারতী
সবিশেষ চর্চ্চা করা আবশ্যক অতি ;
বিদেশীয় উপাদান নহে ভারতের প্রাণ,
বাহ্য শিক্ষা আভরণ হ'ক ক্ষতি নাই,
সংস্কৃতের মৌলিকতা রক্ষা করা চাই।

(২) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৩৬)

সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র বিনা বিলোড়ন,
বঙ্গভাষা-অঙ্গভূষা না হ'বে সাধন ;
জাতীয় ভাষার পুষ্টি- বিষয়ে রাখিলে দৃষ্টি,
জাতীয় গৌরব তবে হ'বে সম্পাদন,
অন্যথা উন্নতি-আশা বৃথা আকিঞ্চন।

(৩৭)

যে ভাষার এ ভারত আদ্য লীলাস্থলী,
ভারতের কৃতবিদ্য যুবক-মণ্ডলী
যত দিন সে ভাষার না বুঝিবে উপকার,
তত দিন পূর্ব্ববৎ দিব্য জ্যোতি ধরে'
উদিবে না ভাগ্য-রবি ভারত-অম্বরে।

(৩৮)

যে ভাষায় আদি-কবি শোকাশ্রু-সিঞ্চনে
রোপিলেন কাব্য-কল্প-তরু রামায়ণে ;
রামামৃত পানে যা'র মুগ্ধ হ'য়ে এ সংসার,
ভারতেরে দিয়াছেন সু-উচ্চ আসন,
ভক্তিভরে সে ভাষার কর আরাধন।

(৩৯)

কবিত্ব-গগনে পূর্ণ শারদেন্দু-ছবি,
বাণী-বরপুত্র যাহে কালিদাস কবি,
স্বর্গীয়-প্রতিভা-ছলে নিখিল জগতী-তলে
কবিতা-অমৃত-সিন্ধু করিল বর্ষণ,
সে দেব-বাণীর সবে ধর শ্রীচরণ।

(৪০)

অশনি-ভৈরব রবে সিংহনাদ ছাড়ি',
পবিত্র প্রবাহে যার লাগাইয়া পাড়ি,
মহাকবি ভবভূতি নিজ ওজস্বিতা-ভূতি
দেখা'লেন বীরমদে বিশ্ব তৃণ মানি',
ভাগ্য-দোষে ভিখারিণী আজি সেই বাণী।

(৪১)

কাব্য-রাজ্যে যথা এই মধ্যম পাণ্ডব,
সংগ্রাম-শ্মশান-শৈল-বর্ণনে বিভব
দেখা'লেন এসংসারে স্তব্ধ করি' হুহুঙ্কারে,
ভাষান্তরে হেন শক্তি ধরে কোন্ কবি,
চিত্রিবে যে চিত্ত-পটে সে জ্বলন্ত ছবি ?

(৪২)

আবার করুণ-রস-উদ্দীপন তরে
যবে কবি খেদ করি' বীণা ধরি' করে,
ফেলিলেন অশ্রু-ধারা বিশ্ব কেঁদে' হ'ল সারা
টুটিল বজ্রের হৃদি সে মঞ্জু বিলাপে,
হে ভারত! সে ভাষারে ভুলিলে কি পাপে?

(৪৩)

যাহার লালিত্য-গুণে জয়দেব কবি,
রেখে'ছেন মন্ত্র-মুগ্ধ করে' বিশ্ব-ছবি;
সে ভাষার সুধাপান করে' অগ্রে পাও প্রাণ,
পশ্চাৎ করিও সবে দেশের কল্যাণ,
নতুবা এখনি ছাড় উন্নতির ভাণ।

(৪৪)

এ দেব-বাণীর মত শক্তি সঞ্জীবনী,
সঞ্চার করিতে পারে অন্য কোন্ বাণী?
শিলা ভাসে রত্নাকরে জড় বিশ্বে অশ্রু ঝরে,
হেন যাদুকরী বিদ্যা ধরে যে ভারতী,
অনাস্থা করিয়া তা'রি আজি এ দুর্গতি।

(৪৫)

পরাণ-মাতান হেন বাণী বহুমানি',
ভক্তিভরে সেবা কর হ'য়ে পুটপাণি;
স্বদেশ-উন্নতি তরে বিজাতির পদ ধরে'
চলিলে হ'বে না কভু উন্নতি-বিধান,
হৃদয়-মন্দিরে ধর এখনো এ জ্ঞান।

(৪৬)

যাহার হৃদয়-যন্ত্রে কভু একবার,
বাজিয়াছে এ বাণীর সম্মোহন তার;
অমৃতের পারাবার না লাগিবে ভাল তা'র,
কি ছার কিন্নরী-গান, ভ্রমর ঝঙ্কার,
কোকিল-কণ্ঠের কিবা স্বর-উপহার।

(৪৭)

নিশীথে সুদূর হ'তে বেণু-বীণা-স্বনে,
শুনিয়া সে তৃপ্তি-বোধ করিবে না মনে;
হৃদয়-ভাণ্ডার তা'র পরিপূর্ণ অনিবার,
গীর্ব্বাণ-বাণীর সুধা-রসের নির্ঝরে,
হেন শক্তি কিবা ধরে তার মন হরে।

(৪৮)

কাব্যাম্বর-তলে যিনি সমুজ্জ্বল রবি,
সে সেক্ষপিয়র মানি মৃত্যুঞ্জয় কবি ;
চরিত্র-চিত্রণে তাঁ'র ক্ষমতার নাই পার,
মুক্তকণ্ঠে করিতেছি তাহাও স্বীকার,
বঙ্গভাষা তা' হ'তে কি পা'বে উপকার ?

(৪৯)

অধ্যয়ন করিয়াছি একদা যতনে,
বাইরন্ কাউপার্ স্কট্ শেলিও মিল্টনে ;
অমর এ কবিগণ স্বভাবের যে বর্ণন,
করে'ছেন চিত্ত-পটে আজো আঁকা আছে,
কিবা ইষ্টলাভ হবে তাঁহাদের কাছে ?

(৫০)

পরস্পর ভিন্ন দুই ভাষার মিলনে
অসংশয় সঙ্করতা ঘটিবে গঠনে ;
দেব-মূরতির মাঝে হ্যাট কোট নাহি সাজে,
হেন বোধ হৃদে যেন থাকে জাগরিত,
নতুবা এ ভাষা হ'বে জগতে লাঞ্ছিত।

(৫১)

স্তনন্ধয় শিশুদের মাতৃ-স্তন্য-পান
সমধিক রূপে করে দেহে বলাধান ;
কিশোরী এ বঙ্গভাষা সমুচিত অঙ্গ-ভূষা
পে'তে পারে একমাত্র দেববাণী হ'তে,
তাই বলি তা'রি চর্চা কর বিধিমতে।

(৫২)

জনম-ভূমির যাহে প্রকৃত কল্যাণ
হ'তে পারে কর হেন হিত অনুষ্ঠান ;
হ'য়ে বদ্ধ-পরিকর শ্রম কর নিরন্তর,
করিবারে মাতৃভাষা-মুখশ্রী উজ্জ্বল,
ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় জাতি-গত বল।

(৫৩)

এ ভারত যা'র কর ধারণ করিয়া
উন্নতির তুঙ্গ শৃঙ্গে একদা উঠিয়া
কৃপা করে' নিজ করে জ্ঞানের বর্ত্তিকা ধরে'
প্রবুদ্ধ করিল মোহ-নিদ্রিত জগতে,
তা'র অনাদর আজি কেন এ ভারতে ?

(৫৪)

একি নারে সে ভারত রতনের খনি,
তদ্ধন-জীবন যা'র ছিল দেববাণী,
যোগ, যাগ, দান, ধ্যান, সোম-পান, সাম-গান,
মুনিগণ দিব্য-জ্ঞান, আদর্শ-রমণী
সতী, শৈব্যা, দময়ন্তী, জনক-নন্দিনী ?

(৫৫)

প্রাচীন ভারত বলে' না হয় বিশ্বাস,
সে ভারত হ'লে কোথা গেল সে বিকাশ !
জ্ঞান-গুরু ছিল যা'রা, কেন তা'রা দিশে-হারা ?
মোহ-ঘোরে কেন ঘেরা ভারত-আকাশ ?
কেন বা অসাড় প্রাণে নাই সে উচ্ছ্বাস ?

(৫৬)

কাল-স্রোতে পূর্ব্ব চিহ্ন সবি মুছে' গে'ছে
সুখ-স্বপ্ন-স্মৃতিমাত্র আজো জেগে' আছে ;
তথাপি যে বর্ত্তমান ভারতের এত মা
সুসভ্য-সমাজে, তা'র প্রধান নিদান,
চির-সভ্য ভারতের ক্লেশার্জ্জিত জ্ঞান।

(৫৭)

সেই দিব্য জ্ঞানরত্ন-অনন্ত-ভাণ্ডারে,
সংস্কৃতের দ্বার বিনা কে পশিতে পারে ?
শ্রুতি, স্মৃতি, দরশন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ,
মীমাংসা, জ্যোতিষ, তন্ত্র, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল,
বেদান্ত, পুরাণ, ছন্দ, সবারি সম্বল,—

(৫৮)

এ ভাষারে অবহেলি' কর'না বিদায়,
ভক্তি-ভরে সবে মিলি' ধর তা'র পায় ;
যে মাতা সৌভাগ্যে মেলে, একবার চলে' গেলে,'
ফিরা'তে তাহারে আর র'বে না উপায়,
নব্য জাতি যত্নে তা'রে রাখিবে মাথায়।

(৫৯)

ভারতের পূর্ব্বদশা করহ স্মরণ,
আধুনিক অবস্থাও কর দরশন ;
সবারে মিনতি করি মোহনিদ্রা পরিহরি'
জ্ঞাননেত্র মেলি' হের সংস্কৃতের দশা,
আবার উন্নত হ'বে নাই সে ভরসা।

(৬০)

একদা ভাষার রাজ্যে ছিল যেই রাণী,
ভিখারিণী-বেশে ফেরে আজি সেই বাণী ;
স্নেহশূন্য দীপ-দশা সম আজি তা'র দশা,
নির্ব্বাণ-উন্মুখ-প্রায় হেরিয়া নয়নে,
ভারত ! নিশ্চিন্ত মনে র'হে'ছ কেমনে ?

(৬১)

বাণিজ্য ঐশ্বর্য্য রাজ্যে হ্রাস বৃদ্ধি নাশ,
অনিত্য-সংসার-মাঝে ঘটে বারমাস ;
উন্নতি ও অবনতি মাত্র নিয়তির গতি,
কোথা আজি গ্রীস রোম কোথা বা মিসর,
কাল-স্রোতে সবি ভেসে' গে'ছে পর পর।

(৬২)

কিন্তু ভাষা ল'য়ে জাতি ধর এই মতি,
তা'রি অবনতি হয় চরম দুর্গতি ;
যাহা ভারতের প্রাণ যা'র বলে অভিমান
আর্য্য বলে', সেই বাণী যদি যায় চলে,'
ভারত ! কেমনে মুখ দেখা'বে ভূতলে ?

(৬৩)

পাঠশালে! আমাদের দুখিনী জননী
নব বঙ্গভাষা তব দুহিতৃ-নন্দিনী ;
তিনি যাই দয়া করে' সম্মুখে দে'ছেন ধরে'
রতনের খনি, তাই বঙ্গমাতা আজি
সমাজে দেখায় মুখ নানা সাজে সাজি'।

(৬৪)

যাহে জন্মি' স্বদেশের বদন-মণ্ডল
অলৌকিক প্রতিভায় করিল উজ্জ্বল,
প্রাতঃস্মরণীয় কত সুসন্তান অবিরত,
সে তব উদরে জন্মি' তব প'দ সেবি'
জনম সফল মম হইয়াছে দেবি!

(৬৫)

কোথা তব বরপুত্র দয়ার সাগর,
তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্র(৩) বিদ্যার সাগর!
উদার-প্রকৃতি, ধীর, সত্য-সন্ধ, দান-বীর,
যাঁ'র কাছে ধনী নিঃস্ব সবাই সমান,
পদমানে ছিল যাঁ'র সদা তৃণ-জ্ঞান ;—

(৩) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৬৬)

সহৃদয়, মাতৃভক্ত, অতি মহাপ্রাণ,
ভারত-অম্বর-মণি হেন সুসন্তান
জনমি' দরিদ্র-কুলে কীর্ত্তি-ধ্বজা হস্তে তুলে'
স্বদেশ কাঁদা'য়ে স্বর্গে করিল প্রয়াণ,
এ হেরে' কেমনে ওমা ধরিছ পরাণ ?

(৬৭)

যত দিন অধ্যক্ষতা ছিল তাঁ'র করে,
উঠে'ছিলে উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে ;
ধুরন্ধর সে তনয়ে এবে তুমি হারা হ'য়ে
পূরব গৌরব বিনা হ'য়েছ শ্রীহীন,
হেন আশা নাই আর ফিরিবে সে দিন।

(৬৮)

যে স্নেহ করিতে দেব ! হেন অভাজনে,
পাশরিতে পারিব না জীবন-ধারণে ;
তুমি লোকোত্তর নর, শাপভ্রষ্ট বা অমর
আগে তা' বুঝিনি' অহে নির্ধনের ধন !
ভারতের-জগতের সুহৃদ্-রতন !

(৬৯)

তোমারে করুণা-সিন্ধু বলে' জানি যাই,
সাহসে করিয়া ভর আসিয়াছি তাই
পরম যতনে তুলে' মালা গাঁথি' বন-ফুলে
কবিতা-কুসুম-হার দিতে উপহার,
দয়া করে' শ্রীচরণে ধর একবার।

(৭০)

প্রত্যাখ্যান কর যদি তা' হ'লে কাঁদিব,
তুমি কাঁদ কিনা দেব! তাহাও দেখিব;
যদি বল ভাল নয় সে দোষ আমার নয়,
জানত অপটু আমি কুসুম-চয়নে,
তাই দিগ্ধ করিয়াছি ভকতি-চন্দনে।

(৭১)

জ্ঞানের উদয় হ'তে কাঁদিতেছি ভবে,
অভাগা কাঁদিলে দেব! কিবা ক্ষতি হবে?
শিরীষ-কুসুম সম ও হৃদয় অনুপম
ব্যথা পে'লে পা'ব আমি মরমে বেদনা,
দয়া করে' এ দীনের পূরাও বাসনা।

(৭২)

দুখের কাহিনী শুনে' জনম-ভূমির
ফেলিতে হেরে'ছি যাঁ'রে নয়নের নীর,
দর দর অবিরত বৎসলা মাতার মত,
সে তুমি আমারে হেরে' করিতে রোদন,
কেমনে করিবে দেব ! অশ্রু-সংবরণ ?

(৭৩)

দয়াময়-নামে নব কলঙ্ক রটিবে,
গুণাকর ! তাহাও ত পরাণে বাজিবে,
উভয় সঙ্কট হ'তে যে উপায়ে মুক্ত হ'তে
পারিব আজি হে ! কর তাহারি বিধান,
হে দেব ঈশ্বরচন্দ্র করুণা-নিধান !

(৭৪)

দয়ার সাগর অহে ! হারা'য়ে তোমারে,
অনন্য-শরণা আজি দয়া এ সংসারে ;
সদা স্বদেশের তরে অকাতরে শ্রম করে'
বিশ্রাম করি'ছ এবে সুরবৃন্দ সনে,
পরম-ভকতি-ভরে বন্দি শ্রীচরণে।

(৭৫)

কোথা আজি উইল্‌সন কোথা বা মার্শেল!
কোথায় বা ঋষিকল্প শ্রীযুত কাউএল!
সদয়-হৃদয় তথা প্রসন্নকুমার(৪) কোথা!
কর্ণধার বিনা হয় তরণী যেমতি,
এসব নায়ক বিনা তব সে দুর্গতি।

(৭৬)

সুরগুরু সম যাঁ'রা ও চরণ সেবি',
একদা গৌরব তব বাড়াইয়া দেবি!
গিয়াছেন সুরলোকে নাজানি তাঁদের শোকে
কোমল হৃদয়ে পে'লে কতই বেদন,
দিবানিশি ভাবি তাই জননী-রতন!

(৭৭)

কোথা আজি পূজ্যপাদ সেই গুরুগণ?
নাহেরি যাঁ'দের মত পণ্ডিত-রতন;
কোথা দেব প্রেমচন্দ্র! কোথা বা ভরতচন্দ্র!
কোথা তারানাথ! কোথা জয়নারায়ণ!
সুরপুরী হ'তে কর প্রণাম-গ্রহণ।

(৪) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৭৮)

প্রেমময় প্রেমচন্দ্র (৫) নব কালিদাস !
তব প্রতি শ্লোকে বহে কবিত্ব-উচ্ছ্বাস ;
সমকক্ষ অলঙ্কারে কেবা তব এ সংসারে ?
নৈষধ ও কাব্যদর্শ রাঘব-পাণ্ডবে,
তোমার টীকার নাহি উপমা সম্ভবে।

(৭৯)

জ্ঞানের মূরতি গুরো ভকতি-ভাজন !
অশেষ গুণের তব না হয় বর্ণন ;
ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচার, সৌজন্যের একাধার,
সদাই বিনয়-নম্র, কত্র-দরশন,
প্রণমি চরণে দেব ! শিষ্য অভাজন।

(৮০)

কপট কাহাকে বলে ও পবিত্র মনে,
পশিতে পারেনি' কভু ভুলেও স্বপনে ;
আজো হেন অনুমানি সে তব অমিয়-বাণী
শ্রবণে বাজিছে, যবে প্রসন্ন হইয়া
প্রশংসা করিতে গুরো ! 'সাবাস্' বলিয়া।

(৫) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৮১)

বহুকাল গত হ'ল তবু হয় জ্ঞান,
বিশ্বময় হেরি সেই মোহন বয়ান ;
কাষ্ঠময়-পীঠোপরি চরণ বিন্যাস করি'
যে সকল সুধাপূর্ণ উপদেশ দিতে,
মনে লয় আজো যেন পাই তা শুনিতে।

(৮২)

যে দিব্য দীপ্তির ছটা প্রশস্ত ললাটে
বিরাজিত' আজো আঁকা আছে চিত্তপটে ;
তরুণ অরুণ জিনি' শ্রীচরণ দুই খানি
ভুলিব না গুরুদেব ! জীবন-ধারণে,
কি পাপে হারা'লে ওমা ! এ হেন নন্দনে ?

(৮৩)

যাঁ'র মুখ-বিগলিত উপদেশামৃত
হৃদয়-চকোর পিয়ে আনন্দে নাচিত ;
সাধি' কলাদান-ব্রত স্বর্গ-অস্তাচল-গত
সে কাব্য-কৈরব-চন্দ্র এদেশ আঁধারি',
সে শোক পাশরি' কিসে আছ প্রাণ ধরি ?

(৮৪)

রসিকের চূড়ামণি কবিতার খনি,
হেন সুত ক'টি জন্মে জগতে জননি ?
মোহ-পাশ কাটাইয়ে ভব-ব্রত উদ্‌যাপিয়ে
দ্যু-লোকে গেলেন চলে' নিজপুণ্য বলে,
মা হ'য়ে স্বচক্ষে তাহা হেরিলে কি বলে ?

(৮৫)

তুমি কি পদার্থ যদি আগে জানিতাম,
তব পদাম্বুজ গুরো ! নাহি ছাড়িতাম ;
গুরুজনে অবহেলে' বাল্যকাল হেসে' খেলে'
কাটা'য়েছি মূঢ়মতি, তাই অনুক্ষণ
অনুতাপানলে আজি করি'ছে দহন।

(৮৬)

দশন-মর্য্যাদা বোঝে থাকিতে দশন,
হেন বুদ্ধিমান্ গুরো ! ভবে কয় জন ?
ভাবিতাম সমভাবে চিরদিন কেটে' যা'বে,
একদা হ'বে যে তুমি দুর্লভ-দর্শন,
এ দগ্ধ হৃদয় নাহি বুঝিল তখন।

(৮৭)

জীবন-পরিখা-পারে চরণ-দর্শন
পাইব যে, নাই হেন সুকৃত-সাধন ;
যে অশ্রু নয়নে ঝরে, যদি তা' শকতি ধরে
স্বর্গে যে'তে, সঁপিনু তা' ভক্তি-উপহার,
ইহাই সম্বল তব শিষ্য-অভাগার।

(৮৮)

কাতর এ শিষ্যাধমে প্রকাশি' করুণা,
লহ গুরো ! তুচ্ছ বলে' বিমুখ হ'ওনা ;
নেত্রজল-মুক্তাসার, ভকতি-নলিন-হার,
মানস-সরসী হ'তে তুলি' যে রতনে,
এ দীন করুণ-সূত্রে গেঁথে'ছে যতনে।

(৮৯)

দার্শনিক-শিরোরত্ন জয়নারায়ণ ! (৬)
তব শিষ্টাচারে বশ ছিল শিষ্যগণ ;
অমায়িক সম্ভাষণ, 'বা বা' বলে' সম্বোধন,
শুনে' দ্রবীভূত হ'ত পাষণ্ড-হৃদয়,
পলা'ত তোমারে হেরে' দূরে অবিনয়।

(৬) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৯০)

না জানি দেবতা কোন্ শাপ-ভ্রষ্ট হ'য়ে,
এসে'ছিলে বিনয়াদি নানাগুণ ল'য়ে ;
সুগৃহীতনামা তুমি, পাপময় মরভূমি
সুযোগ্য বসতি নহে, এই ভাবি' মনে,
বুঝি পুনরায় গেলে সুর-নিকেতনে।

(৯১)

রূঢ় কথা বলে' ব্যথা কভু কা'র' মনে,
দেও নাই গুরুদেব ! জীবন-ধারণে ;
সার্থক তোমারি জন্ম, সার্থক তোমারি ধর্ম্ম,
যাবৎ তোমার নাম এ ভবে রহিবে,
কেই বা অজাত-শত্রু পাণ্ডবে কহিবে ?

(৯২)

কাজে অবসর ল'য়ে যবে পরিণামে,
বসতি করিলে পুণ্য বারাণসী-ধামে,
যোগ-শাস্ত্রে অবিরত সংসার-বিরত কত,
দণ্ডী ও পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী,
যে তোমার পাদ-মূলে বসি' সারি সারি,—

(৯৩)

উপদেশামৃত পিয়ে সুখী হ'ত মনে,
অকৃতী এ অন্তেবাসী বন্দে সে চরণে ;
য সকল জ্ঞান-মণি, দিয়াছিলে গুণ-মণি !
একদা করুণা করি' এই শিষ্যাধমে,
হরে'ছে বিস্মৃতি-চৌরে তাহা ক্রমে ক্রমে।

(৯৪)

মনস্বী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যার সাগর,
তথা শ্রীমহেশচন্দ্র মনীষি-প্রবর,
একদা যে শ্রীচরণ, সযতনে আরাধন
করিয়া কৃতার্থম্মন্য হ'লেন হৃদয়ে,
সে পদ পামর বন্দে জোড়-কর হ'য়ে।

(৯৫)

তাহে তব মহিমার নাহি হ'বে হ্রাস,
ধন্য হ'তে চরিতার্থ হ'বে এই দাস ;
প্রকৃত মহান্ যাঁ'রা, প্রাণান্তেও কভু তাঁ'রা
উচ্চ নীচ কাহাকেও না করি' বঞ্চন,
সবারে আশ্রয় দেন যে লয় শরণ।

(৯৬)

মহাপুরুষের এই প্রধান লক্ষণ,
রত্নাকর এ বাক্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ;
ছোট বড় কত নদী, পড়িতেছে নিরবধি
- মৌক্তিক শম্বূক নক্র আছে অগণন,
হৃদি-মাঝে বাড়বাগ্নি জ্বলে অনুক্ষণ।

(৯৭)

বারাণসী-ধামে কত রহে'ছে পাতকী,
কাশীর পূততা-নাশ হ'তেছে তা'তে কি ?
পবিত্র জাহ্নবী-তীরে, কিংবা পুণ্য গাঙ্গ নীরে
ভাল মন্দ কত বস্তু আসে ত ভাসিয়া,
তীর্থের মাহাত্ম্য গুরো ! না যায় কমিয়া।

(৯৮)

মুক্তি-আশে কাশী-বাসে ছিলে গো ! যখন,
স্ব-শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্রে করি' দরশন,
বলে'ছিলে মহোল্লাসে 'একি হেরি দ্রোণাবা
কি হেতু সহসা আজি আগত অর্জ্জুন ?'
কোথা মা ! সে দ্রোণ তব ! কোথা বা অর্জ্জুন !

(৯৯)

অতুল সে স্নেহরাশি ভুলিয়া কেমনে,
অনায়াসে গেলে গুরো ! অমর-সদনে ?
জ্ঞান-দয়া-বিতরণে, তুষিয়াছ শিষ্যগণে,
শিক্ষাদান-ব্রত এবে উদ্‌যাপন করি',
আশ্রয় করিলে দেব অমর-নগরী।

(১০০)

ধন্য আমি ! ধন্য মম জীবন জনম !
কা'র ভাগ্যে ঘটে হেন গুরু অনুপম ?
কি প্রকার সরলতা, কতদূর বিনয়িতা,
ছিল তব, না পারিনু দেখা'তে তা'সবে,
এ খেদ হৃদয়ে গুরো ! চিরদিন র'বে।

(১০১)

গুরুদেব ! যে ক'দিন আছে আর বাকি,
ও চরণ কভু যেন ভুলে' নাহি থাকি ;
বহু-পুণ্য-ফলে বিধি, দিয়াছিল হেন নিধি,
ভাগ্য-দোষে হারা'নু তা' শিষ্য অভাজন,
পরম-ভকতি-ভরে বন্দি শ্রীচরণ।

(১০২)

তোমাতে ভরতচন্দ্র (৭) স্মার্ত্ত-শিরোমণি !
মহাপুরুষের চিহ্ন বহু ছিল গণি ;
তব সৌম্য মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
হেম-গৌর দীর্ঘাকৃতি, রাজীব-লোচন,
মেঘ-মন্দ্র ধ্বনি, আজো হ'তেছে স্মরণ।

(১০৩)

করিয়াছি অপরাধ কত শ্রীচরণে,
ক্ষম দেব ! সে সকল দয়া ভাবি' মনে ;
অকাতরে বিদ্যাধন, আজীবন বিতর
করিয়া হেলায় গেলে অমর-নগরে,
মহাব্রত-মহাফল ভুঞ্জিবার তরে।

(১০৪)

না জানি কি স্নেহ-ডোরে করে'ছ বন্ধন,
গুরুদেব ! সাধ্য নাই ভুলি শ্রীচরণ ;
অদ্যাপি হৃদয়ে জাগে, প্রত্যেক বাক্যের আ
'যেন কেহ নাহি শোনে'—হেন মাত্রা দিয়ে,
ঢালিতে যে বাণী কর্ণে অমৃত সিঞ্চিয়ে।

(৭) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১০৫)

একদা বসিয়া তব শ্রীচরণ-তলে,
কুতূহলে কুড়াইয়া হৃদয়-অঞ্চলে,
রাখিনু যে জ্ঞান-ধন, হ'য়ে অতি সযতন,
প্রমাদের ছিদ্র দিয়া গেল ক্রমে ক্রমে,
নাহি পাই নিদর্শন তা'র এজনমে।

(১০৬)

দেব-লোক হ'তে আসি' গেলে দেব-লোকে,
ভাগ্যহীন শিষ্যগণে ফেলে' রেখে' শোকে ;
হেন গুরু হ'য়ে হারা, যা'রা কেঁদে' হয় সারা,
এ ধরায় কি রাখিলে তাহাদের তরে ?
সদয়-হৃদয় গুরো ! বল দয়া করে'।

(১০৭)

অধুনা ত্রিদিবাবাসে দেবগণ-পাশে,
তোমার স্বর্গীয় মূর্ত্তি গৌরবে বিকাশে ;
ভেদি' ভব-কুহেলিকা, জীবনের প্রহেলিকা
সাঙ্গ করি' লভিয়াছ বৈজয়ন্ত-ধাম,
ভক্তি-ভরে করি গুরো ! চরণে প্রণাম।

(১০৮)

কুশাগ্রীয়-মতি দেব গুরো তারানাথ!(৮)
শব্দ-শাস্ত্র তোমা বিনা আজি হে! অনাথ;
'বাচস্পত্য-অভিধান' করিতেছে সপ্রমাণ
তোমার অশেষ শাস্ত্রে প্রগাঢ় দর্শন,
অমানুষী সহিষ্ণুতা, অদ্ভুত স্মরণ।

(১০৯)

শব্দের প্রয়োগ ল'য়ে শিষ্য সমুদয়
যে সময় হ'ত গুরো! সন্দিগ্ধ-হৃদয়;
সে শব্দ কাহার' মনে হ'তেছে না, হেন ক্ষণে
আচম্বিতে সমুদিত হ'ত কোথা হ'তে,
হে দেব! সবার আগে তব স্মৃতি-পথে।

(১১০)

অত্যুক্তি গুণের যাঁ'র ভূতার্থ-ব্যাহৃতি,
তাঁ'র স্তুতি করে হেন আছে কোন্ কৃতী?
তব হৃদি শূন্য করে' হতবিধি নিল হরে
গুণনিধি হেন সুতে, হেরিয়া নয়নে,
জননি! পরাণ ধরে' রহে'ছ কেমনে?

(৮) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১১১)

জননীর শ্রীচরণে যেন মতি রাখি'
হে গুরো! শমনে অন্তে দিতে পারি ফাঁকি;
এ আশিষ কর মোরে, সংসার-আবর্ত্ত-ঘোরে
তুফানের মাঝে নাহি ছাড়ি' ধৈর্য্য-হালু,
লক্ষ্য স্থির রাখি যেন আছি যত কাল।

(১১২)

আজীবন বিপ্রোচিত অধ্যাপন-ব্রত
সাধিয়া মনের মত গুরো! অবিরত,
আপন সুকৃত-বলে অনায়াসে গেলে চলে'
জ্যোতির্ময় দিব্যধামে ভব পরিহরি,'
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম তব শ্রীচরণে করি।

(১১৩)

পাঠশালে! তোমারে মা! শোকের সাগরে
ফেলে' তাঁ'রা গিয়াছেন অমর-নগরে;
অলঙ্কার, দরশন, স্মৃতি আর ব্যাকরণ,
এই চারি শাস্ত্রে চারি স্তম্ভের মতন,
জননি! ছিলেন যাঁ'রা তব আলম্বন।

(১১৪)

পাঠশালে! সে শোকে কি হ'লে ম্রিয়মাণ?
অথবা হৃদয় তব কঠিন পাষাণ;
জননি গো! তা'না হ'লে, কাল-সাগরের জলে
গেল চলে' চিরতরে সে সুখের দিন,
অথচ কেমনে আছ হ'য়ে ভাগ্যহীন?

(১১৫)

যাবৎ দ্বারকানাথ! (৯) থাকিব জীবিত,
হে গুরো! তোমার গুণ হ'বনা বিস্মৃত;
কি তব কর্ত্তব্য-জ্ঞান! কিবা তব শিক্ষা-দান!
তব 'সোম-প্রকাশের' রচনার কাছে,
বঙ্গভাষা বিধিমতে ঋণ-বদ্ধ আছে।

(১১৬)

হে চন্দ্রমোহন(১০) গুরো! কি তব ধীষণা!
তব সনে সম্ভবে না কাহার' তুলনা;
যথা ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সেইরূপ স্মৃতি-শাস্ত্রে
পরম আশ্চর্য্য তব ছিল অধিকার,
হেন গুরু ভবিষ্যতে মিলিবে না আর।

(৯), (১০) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১১৭)

হেরাম গোবিন্দ (১১) গুরো গোস্বামি-রতন !
না হেরি পুরাণ-বেত্তা তোমার মতন ;
শিষ্যগণে ইহলোকে, অক্লেশে ফেলিয়া শোকে
অমর-সদনে গেলে বলগো কেমনে ?
অভাজন শিষ্য তব প্রণমে চরণে।

(১১৮)

শ্রীগুরো গিরিশচন্দ্র ! (১২) কেবা এ সংসারে
ভবাদৃশ উপাধ্যায়ে পাশরিতে পারে ?
যবে পশি বিদ্যালয়ে, আদি শিক্ষা এ হৃদয়ে
তুমিই দিয়াছ গুরো ! আছে হে স্মরণ,
ভক্তিভরে করি তব চরণ-বন্দন।

(১১৯)

এ ভবে তুমিই ধন্য বিদ্যার রতন !
সফল জনম তব সফল জীবন ;
হে ক্লেশার্জিত ধনে অক্লেশে অনাথাগণে
মুক্তহস্তে বিতরিয়া করে'ছ সার্থক,
ঈশে যাচি দেহ তব নিরাময় হ'ক্।

(১১), (১২) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১২০)

শ্রীগুরো মহেশচন্দ্র (১৩) মনীষি-রতন !
তব সম বুদ্ধিজীবী না হেরি এখন ;
কেমনে উন্নতি-পথে উঠা যায় এ জগতে,
বৃথা দিলে হেন শিক্ষা নিজ নিদর্শনে,
তোমার এ মূঢ়মতি শিষ্য-অভাজনে।

(১২১)

শেমুষী সর্ব্বতোমুখী হে গুরো ! তোমার,
সকল শাস্ত্রেই তব তুল্য অধিকার ;
অলঙ্কার, দরশন, দুই শাস্ত্রে দরশন
তুল্যরূপ তব সম কা'র এ ভুবনে ?
টোলের পরীক্ষা-সৃষ্টি তোমারি যতনে।

(১২২)

করে'ছি চাপল্য-বশে পদে কত দোষ,
বন্দি শ্রীচরণ গুরো ! না করিও রোষ ;
সমুদয় অপরাধ ক্ষমি' কর আশীর্ব্বাদ
বেচা কেনা সায় করি' ভবের বাজারে,
যেন পারে পারি যে'তে শান্তি সহকারে।

(১৩) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১২৩)

কাজে অবসর ল'য়া দারুণ এমন,
হেন বোধ নাহি ছিল আগে কদাচন ;
গুরুগণ ! একে একে শিষ্যগণে ফেলে' রেখে'
যখনি করিতে তাই বিদায়-গ্রহণ,
হেরিতাম তোমা' সবে সজল-নয়ন।

(১২৪)

কত শত ক্ষণজন্মা সন্তান তোমার
গেল চলি' সুর-ধামে সঙ্খ্যা নাই তা'র ;
সে সব তনয়-ধনে হারা হ'য়ে মনে মনে
চিন্তা-বশে হইয়াছ অস্থি-চর্ম্ম-সার,
হে সংস্কৃত-পাঠশালে ! জননি আমার।

(১২৫)

জননি ! তোমার প্রতি বিধি হ'ল বাম,
কোথা নিমচাঁদ আজি কোথা নাথুরাম ;
যোগধ্যান, কাশীনাথ, শম্ভুচন্দ্র, হরনাথ,
কবিতাবতার জয়-গোপালের সনে,
একে একে হারাইলে নিখিল রতনে ?*

* (১৪) হইতে (২০) পর্য্যন্ত ক্রোড়পত্র দেখ।

(১২৬)

কোথা রামদাস! কোথা সৌম্য রামময়!
কোথা শ্রীশচন্দ্র! তারা-শঙ্কর তনয়!
প্রাণকৃষ্ণ, প্রিয়নাথ, মাধব ও যদুনাথ,
রামগতি, রুদ্রমণি, মদনমোহন,
কোথায় বা সুরসিক রামনারায়ণ! *

(১২৭)

হা রামকমল(৩৩) দেব! কেনগো অকালে,
অমূল্য জীবন ধন হেলায় হারা'লে?
তব মুখপানে চে'য়ে সব শোক পাশরিয়ে,
হ'য়েছিল জননীর যে আশা অন্তরে,
সে আশা মগন হ'ল নিরাশা-সাগরে।

(১২৮)

কি করিতে কি করিনু আজি মূঢ়মতি,
না জানি চরমে মম কি হবে দুর্গতি;
না ভাবিয়া পরিণাম, পুণ্যাত্ম-গণের নাম,
পাপ-মুখে করিলাম কেন উচ্চারণ?
নিশ্চিত তাঁ'দের হ'বে পাপ-পরশন।

(২১) হইতে (৩২) ক্রোড়পত্র দেখ। (৩৩) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১২৯)

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তাই যাচিগো ! সকলে,
মার্জ্জনা করিবে ত্রুটি বোধহীন বলে' ;
শোকের আবেগ-ভরে, পাপ-মুখে নাম ধরে',
সঞ্চিত করিনু আজি যে পাতক-রাশি,
তা' হ'তে নিস্তার কর করুণা প্রকাশি'।

(১৩০)

শান্তি-ভঙ্গ করিয়াছি ধরি' যাই নাম,
দেবগণ ! করি তাই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ;
ক্ষমি' মম অপরাধ, কর হেন আশীর্ব্বাদ,
জননীর শ্রীচরণে যেন মতি রাখি',
ভব-পারে যাই দিয়া শমনেরে ফাঁকি।

(১৩১)

আত্মারামগণ ! এবে না হইয়া বাম,
শান্তি-ধামে কর সুখে অধুনা বিশ্রাম ;
এ আশিষ ছাত্রগণে করি' সুপ্রসন্ন-মনে
তোমাদের পাদ-পদ্মে যেন দৃষ্টি রেখে',
গৌরব-শিখরে সবে ওঠে একে একে।

ছাত্রগণের প্রতি।

(১)

বিদায় লইয়া এবে যে'তে হ'বে চলে',
তাই হেন ইচ্ছা হয় যাই কিছু বলে' ;
প্রিয়তম ছাত্রগণ ! অথবা হে ভ্রাতৃগণ !
কনিষ্ঠ-সোদর-বোধে দিই উপদেশ,
জীবনে ভুলনা কভু এ মম নিদেশ।

(২)

বর্ণিতে প্রকৃত তত্ত্ব বিফল-প্রয়াস
হইলেও তোমাদের দিয়াছি আভাস ;
অতএব সবে জেন' রত্ন-প্রসবিনী হেন
জননী সবার ভাগ্যে কদাপি না ঘটে,
এ কথা অঙ্কিত রাখি' হৃদয়ের পটে,—

(৩)

জননীর মুখ যাহে না হয় মলিন,
হৃদি-মাঝে হেন চিন্তা ধরি' অনুদিন,
সদা হ'য়ে সযতন উপার্জ্জিয়া জ্ঞান-ধন
ন্যায়-পথে বিচরিবে হ'য়ে সাবধান,
চরিত্র-বিহীন জ্ঞানী পশুর সমান।

(৪)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মার পদ-চিহ্ন ধরে',
চলিবে জীবন-পথে নির্ভীক-অন্তরে ;
সঙ্কল্প-সাধন কিবা দেহের পাতন কিবা,
করম-ভূমিতে যা'র এ প্রতিজ্ঞা জাগে,
বিঘ্ন বাধা কিছু নাহি লাগে তা'র আগে।

(৫)

পৃষ্ঠ-ভঙ্গ নাহি দিয়া সঙ্কল্প-সাধনে,
সংসার-সমরাঙ্গণে যুঝ প্রাণ-পণে ;
'যাক্ প্রাণ থাক্ মান',— দিবানিশি হেন জ্ঞান
হৃদয়-মন্দির-মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে',
পরম-সাহস-ভরে কীর্ত্তিধ্বজা ধরে',—

(৬)

মনস্বী অগ্রজগণ যে পথে চলিয়া,
হ'য়েছেন বরণীয় স্বদেশ জুড়িয়া ;
সেই পথে দৃষ্টি রেখে' চল সবে একে একে,
তোমরাও কীর্ত্তি-দেহে র'বে বর্ত্তমান,
কীর্ত্তিই দুর্লভ ভবে থাকে যেন জ্ঞান।

(৭)

তোমরাও আমা' মত দরিদ্র-সন্তান,
সে নাম ঘুচা'তে সবে হও যত্নবান্ ;
অবহেলি' তুচ্ছ ধনে প্রাণ-পণে এক মনে
পরিশ্রম করি' হও বিদ্যা-ধনবান্,
ভূপালও তোমাদের না হ'বে সমান।

(৮)

সকল গুণের হয় বিনয় ভূষণ,
তাই বলি হও সবে বিনয়ী সুজন ;
তরু থাকে অবিরত ফল-ভরে অবনত,
তোমাদেরি কালিদাস বলেন এ কথা,
করিওনা এ কথার কদাপি অন্যথা।

(৯)

তনয়ের শিক্ষা-দান কর্ত্তব্য পিতার,
যাঁহার উপরে থাকে হেন কার্য্য-ভার,
পিতার স্থানীয় তিনি, মনে মনে ইহা মানি'
আচরিবে এইরূপে হ'য়ে সাবধান,
যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে শিক্ষকের মান।

(১০)

গুরুজনে সেবা-ভক্তি উচিত যেমতি,
নিকৃষ্টের প্রতি স্নেহ বিধেয় তেমতি ;
কে না সাধু ব্যবহারে বশ হয় এ সংসারে ?
তাই বলি হও সবে স্নেহার্দ্র-হৃদয়,
তা' হ'লে হ'বেনা কেহ বৈরী বিশ্বময়।

(১১)

বাল্য-সহচর সম কভু ভবিষ্যতে,
পা'বে না প্রাণের বন্ধু আর এ জগতে ;
সুচরিত মিত্র বিনা কা'র' সনে মিশিও না,
শিশুদের গুণ-দোষ করয়ে নির্ভর,
প্রধানত ভাল মন্দ সঙ্গীর উপর।

(১২)

কিবা সখ্য কিবা বৈর দুর্জনের সনে,
দেখিও কর' না যেন ভুলেও স্বপনে ;
অসাধু জনের ঠাঁই কিছুতে নিষ্কৃতি নাই,
অঙ্গার দৃষ্টান্ত তা'র, যাহা শীততায়
করে কৃষ্ণ করে, দগ্ধ করে উষ্ণতায়।

(১৩)

কটু কথা বলে' ব্যথা কাহার' অন্তরে
দিও না, জগতে আসি' দু'দিনের তরে ;
যে জন আত্মীয়ে পরে সাধু আচরণ করে,
হেন সুত সুবিরল সংসার-ভিতরে,
অসাধু কতই জন্মে জননী-জঠরে।

(১৪)

আত্ম-পরে ভেদ ভুলি' কর বার মাস
নির্বিশেষে সর্বজীবে করুণা-প্রকাশ ;
দয়া সম গুণ নাই, মনে রেখ' সর্বদাই,
তাহার প্রমাণ হের বিশ্ব-বিধাতার
বিরাজে নিখিল জীবে করুণা অপার।

(১৫)

করিবে নিঃস্বার্থ-ভাবে পর-উপকার,
অসার সংসারে ইহা সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সার ;
কেবল যে উপকৃত হ'য়ে থাকে প্রমুদিত
ইহা নহে, কিন্তু সদা উপকারী জন -
হয় সমধিকতর সন্তোষ-ভাজন।

(১৬)

অতি নীচাশয় সেই কৃত উপকার
অকপট-চিত্তে যেই না করে স্বীকার ;
কৃতজ্ঞ সুজন যাঁ'রা তাঁ'রা কিন্তু হ'ন সারা
কেবল অনন্য-মনে ভেবে' নিশিদিন,
কিসে উপকারকের শুধিবেন ঋণ।

(১৭)

সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যের উপর
নির্ভর করিয়া বিশ্ব চলে নিরন্তর ;
অতএব অনুক্ষণ উপার্জ্জিবে সত্য-ধন,
মিথ্যার আশ্রয় করি' কভু এ জগতে,
কোন লোক পারে নাই লাভবান্ হ'তে।

(১৮)

ঈশ্বরের কাছে যদি নিজে ক্ষমা চাও,
তা'হ'লে দোষীর প্রতি তিতিক্ষা দেখাও ;
ক্ষমা না করিয়া পরে, তুমি বা সাহস করে'
কোন্ মুখে তাঁ'র কাছে মাগিবে মার্জ্জনা,
সে প্রার্থনা হ'বে মাত্র বৃথা বিড়ম্বনা।

(১৯)

জীবনে কদাপি ভ্রম না হয় যাহার,
এরূপ সৌভাগ্যবান্ লোক মেলা ভার ;
এমন কি মুনিগণ মাঝে মাঝে ভ্রান্ত হন,
এ ভেবে' প্রস্তুত র'বে করিবারে ক্ষমা,
তিতিক্ষা গুণের নাহি সম্ভবে উপমা।

(২০)

ক্ষমা-গুণ তেজস্বীর যেমতি ভূষণ,
সেইরূপ তপস্বীর পরম সাধন ;
ঐশ্বরিক গুণ ক্ষমা এ জগতে অনুপমা,
হৃদয়-মন্দিরে যেন থাকে এ ধারণা,
ক্ষমা বিনা কার্য্য-সিদ্ধি অসাধ্য-সাধনা।

(২১)

কুশলে থাকিতে সদা থাকে যদি মন,
করিবে সরল-ভাবে সবে আচরণ ;
দুষ্ট অভিসন্ধি করে' যে মূঢ় অন্যের তরে
না বুঝিয়া ধূর্ত্ততার ফাঁদ কভু পাতে, -
আপনি জড়িত হ'য়ে পড়ে গিয়া তা'তে।

(২২)

অলসতা সমুদয় দোষের আকর,
আলস্যের পরিহার করিবে সত্বর ;
যে মানব এ জগতে চায় পূর্ণকাম হ'তে,
তাহার উচিত করা সবিশেষ শ্রম,
শ্রম বিনা সিদ্ধি-লাভ আশা করা ভ্রম।

(২৩)

সমুদায় কাজে যা'র হৃদে জেদ থাকে,
কে পারে উন্নতি-পথে বাধা দিতে তা'কে ?
যে বীর এ ভব-হাটে, কিছুতেই নাহি হটে'
জীবন সঙ্গ্রাম হ'তে বিমুখ না হয়,
জয়-লক্ষ্মী তাহারেই করয়ে আশ্রয়।

(২৪)

কাপুরুষগণ করে দৈবের উপর
সাংসারিক সব কাজে সদাই নির্ভর ;
মানব-সমাজ-মাঝে পৌরুষ ব্যতীত কাজে,
পূর্ণ-মনোরথ হ'য়া একান্ত কঠিন,
তা'দের বিমূঢ় চিত্ত এ জ্ঞান-বিহীন।

(২৫)

লভিতে বিমল শান্তি চাও যদি মনে,
কামাদি দুর্জ্জয় রিপু রাখিবে শাসনে ;
বিনা ইন্দ্রিয়ের জয় সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়
লাভ করা এ সংসারে বড়ই কঠিন,
রাখিবে এ উপদেশ হৃদে চিরদিন।

(২৬)

ভোগ-তৃষা একবারে করিবে বর্জ্জন,
বাসনা-অনলে দগ্ধ মানব-জীবন ;
অনুদিন নব নব বাসনা-অঙ্কুরোদ্ভব
হৃদয়-বিপিন-মাঝে হয় কত শত,
তাহাতে প্রশ্রয়-দান না হয় সঙ্গত।

(২৭)

এরূপ অকার্য্য কিছু নাই এ সংসারে,
ক্রোধান্ধ মানব যাহা করিতে না পারে ;
যে হয় কোপের বশ না মানে সে অপযশ,
নর-হত্যা তা'র কাছে অতীব সুকর,-
সে জন নাহিক গণে কভু আত্ম-পর।

(২৮)

যে থাকে সৌভাগ্যে মেতে' গরবের ভরে,
মনের সহিত তা'রে কে না ঘৃণা করে ?
আনন্দ-বিষাদে ভরা এ সুন্দর বসুন্ধরা
পরীক্ষার স্থান, নহে গরবের স্থান,
যেথা কা'র' চিরদিন না যায় সমান।

(২৯)

প্রকৃত মহান্ যাঁ'রা তাঁহাদের মন,
অবস্থার দাস নাহি হয় কদাচন ;
সুখ-দুখে কভু তাঁ'রা নাহি হ'ন আত্ম-হারা,
উদয়াস্তে তুল্যরূপ লোহিত-বরণ,
সর্ব্বোপরি দিনকর তা'র নিদর্শন।

(৩০)

পরিবর্ত্তময় এই অস্থির জগৎ,
সকলি কালের বশ ক্ষুদ্র কি মহৎ ;
সমভাবে বিশ্বময় কিবা চিরদিন রয় ?
মনোমধ্যে ইহা ভাবি' কভু জ্ঞানী জন,
কি সম্পদে কি বিপদে অধীর না হ'ন।

(৩১)

লোভ ছেড়ে' পান কর সন্তোষ-অমৃত,
সকল দশায় হ'বে তা' হ'লে সুখিত ;
বিধাতা দেবেন যাহা সুখে র'বে ল'য়ে তাহা,
লোভ-বশে বিশ্বময় কর'না ভ্রমণ,
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।

(৩২)

লুব্ধ হ'য়ে করে যেই পরস্ব-হরণ,
কে তা'রে ঘৃণার চক্ষে না করে দর্শন ;
হেন জন কে বা আছে, তস্কর আসিলে কাছে,
দূর দূর করে' যেই না তা'রে তাড়ায় ?
বিশ্ব জুড়ে' ঠাঁই নাই যেথা সে জুড়ায়।

(৩৩)

পর-শ্রী-কাতর কভু হ'ও না জীবনে,
যাচিবে বিশ্বের হিত সদা এক মনে ;
পরানিষ্ট যেই জন চিন্তা করে অনুক্ষণ,
তাহারি কপালে হয় অনিষ্ট-ঘটন,
সাধনা যেমন, হয় সিদ্ধিও তেমন।

(৩৪)

যাহাতে বিপৎপাত নাহি হ'তে পায়,
অবহিত-চিত্তে হেন করিবে উপায় ;
বিপদ্ ঘটে'ছে দেখে' সে সময়ে ধৈর্য্য রেখে'
প্রতীকার চিন্তা করা উচিত সবার,
বিপদ্-সাগরে ধৈর্য্য এক কর্ণধার।

(৩৫)

মনে মনে না বিচারি' কভু কালাকাল,
ধর্ম্মার্জ্জনে সযতন হ'বে সদাকাল ;
নতুবা ঠকিবে শেষে, যখন ধরিবে কেশে
দুরন্ত কৃতান্ত, যা'র নাই কালাকাল,
শিয়রে দাঁড়া'য়ে যেই আছে হামেহাল।

(৩৬)

মানবের ধর্ম্ম-সম বন্ধু নাই আর,
দেহান্তে যে করে' দেয় ভব-নদী-পার ;
যখন ছাড়িবে দেহ, সঙ্গে নাহি যা'বে কেহ,
আত্ম-জন হায় হায় দু'দিন করিয়া,
চিরদিন তরে শেষে যাইবে ভুলিয়া।

(৩৭)

অতএব এই বেলা ধর্ম্মরূপ ধন
অনলস হ'য়ে সদা করিবে অর্জন ;
চির-অনুগামী হেন মিত্র আর নাই জেন'
অসহায় মানবের অনিত্য সংসারে,
ধর্ম্মই কাণ্ডারী এক ভব-নদী-পারে।

(৩৮)

আহার-নিদ্রার বশ হয় পশুগণ,
তাহে তৃপ্ত নাহি হয় মানুষের মন ;
নর-হৃদে ধর্ম্ম-জ্ঞান- লাভাগ্রহ বলবান্,
ধর্ম্মার্জন-ক্ষুধা আর জ্ঞানের পিপাসা,
না মিটিলে মানবের বৃথা সুখ-আশা।

(৩৯)

ভারতের রাজ-ভক্তি ভুবন-বিদিত,
যেথা দেব-বোধে হয় নৃপতি পূজিত ;
অরাজক জনপদে দোষ ঘটে পদে পদে,
দুষ্টের দমন বিনা শিষ্টের পালন
অসম্ভব, সদা ইহা করিবে স্মরণ।

(৪০)

ছাত্রগণ ! সমাজের দৃষ্টি নিরন্তর
রহিয়াছে তোমাদের সবার উপর ;
সদা ইহা মনে রেখে' কভু না আলস্যে থেকে'
অহার্য্য অনর্ঘ আর অক্ষয় রতন
বিদ্যা-ধন উপার্জিবে হ'য়ে সযতন।

(৪১)

জননী জনম-ভূমি আত্মীয় স্বজনে,
সদাই করেন হেন আশা মনে মনে ;
ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সনে নিয়ত নিবিষ্ট-মনে
জ্ঞান-রত্ন লভি' আর হ'য়ে গুণবান্,
করিবে মোদের সুখী যুবক সন্তান।

(৪২)

দেখিও সে আশা যেন হয় হে সফল,
সন্তান-কামনা যেন না হয় বিফল ;
সে সুতে কি প্রয়োজন ? যা'রে লভি' আত্ম-জন
সমাজে দেখা'তে মুখ সদা লজ্জা পায়,
সর্ব্বাংশে প্রশস্ত তা'র না আসা ধরায়।

(৪৩)

দুখের কাহিনী মম করি সমাপন,
শেষ কথা বলে' এবে প্রিয় ছাত্রগণ !
তোমরা আমার তরে বৃথা দুখ নাহি করে'
মম উপদেশ মত কর' আচরণ,
তাহাই ভাবিব গুরু-ভক্তির লক্ষণ।

(৪৪)

গরলে অমৃত করে অমৃতে গরল,
ইচ্ছাময় বিনা হেন আছে কা'র বল ?
পরম-মঙ্গলালয় ঈশ্বরের রাজ্যময়
নিখিল প্রজার যাহে ঘটিবে কল্যাণ,
সর্ব্বত্র বিরাজে হেন শৃঙ্খলা-বিধান।

(৪৫)

হয় ত অজ্ঞান নর ইষ্ট যা'রে গণে,
অহিত তা' জ্ঞানময় বিভুর নয়নে ;
তাই অন্তে দুখ-কর আপাতত মনোহর
এমন বস্তুর তরে চিন্তাশীল নর,
প্রাকৃত জনের মত না হন কাতর।

(৪৬)

বার্দ্ধকে উচিত হয় করম-বন্ধন
ক্রমশ ছেদন করি' স্বপথ-চিন্তন ;
তাই আর্য্য ঋষিগণ হ'য়ে অতি সযতন
চরমে বিধান দেন অরণ্য-গমন,
বিদায়-গ্রহণ নহে দুখের কারণ।

(৪৭)

শান্তি-মার্গে স্পৃহাবতী যে জনার মতি,
সংসার-বিরতি তা'র আবশ্যক অতি ;
সাংসারিক ভালবাসা না গেলে শান্তির আশা
কদাপি উপায়ান্তরে সম্ভব না হয়,
সে উপায় চিন্তিবার জরাই সময়।

(৪৮)

পরিবর্ত্তময় এই অনিত্য জগৎ,
কিছু স্থির নহে হেথা ক্ষুদ্র কি মহৎ ;
হেথা হ্রাস বৃদ্ধি নাশ বিশ্ব জুড়ে' বার মাস
পল অণুপলে ঘটে বিধির বিধানে,
চির দিন কা'র' ভাগ্যে না যায় সমানে।

(৪৯)

অতএব না হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে মনে,
আপন কর্ত্তব্য সবে সাধিবে যতনে ;
পরম-মঙ্গল-সেতু এ নহে দুখের হেতু,
এ ভেবে' চলিনু গৃহে বিশদ-অন্তরে,
প্রাণের সহিত সবে আশীর্ব্বাদ করে'।

উপসংহার

(১)

শ্রীযুত অধ্যক্ষ আর শিক্ষক-নিচয় !
নিবেদি সবার কাছে হ'য়ে সবিনয় ;
যদি কোন' আচরণে কোন' দিন কা'র' মনে
উৎপাদন করে' থাকি বিরাগ-কারণ,
এক্ষণে যেন তা' কা'র' না থাকে স্মরণ।

(২)

একমত হ'য়ে সবে প্রশংসে যাহারে,
হেন লোক সুবিরল নিখিল সংসারে ;
একবারে দোষ-হীন লোক মেলা সুকঠিন,
মাদৃশ ন-গণ্য ছার অতি মূঢ়-মতি,
নির্দোষ যে হ'বে ইহা অসম্ভব অতি।

(৩)

তাই এ সবার কাছে মিনতি-বচন,
যেন না দীনের ত্রুটি করেন গ্রহণ ;
হেরিলে অন্যের দোষ, সুজন না করি' রোষ,
নিজ উদারতা-গুণে ক্ষমেন তাহারে,
চির দিন হেন রীতি চলিছে সংসারে।

(৪)

উদ্দেশে প্রণমি অগ্রে শ্রীগুরু-চরণে,
সমাদর-পুরঃসর ডাকি বন্ধুগণে ;
এস সব ভ্রাতৃগণ ! প্রাণভরে' আলিঙ্গন
করিয়া অধুনা করি বিদায়-গ্রহণ,
মনে রেখ' এ দীনের এই নিবেদন।

(৫)

বহু কাল এক সঙ্গে ছিলাম যখন,
কত দোষ করিয়াছি করিবে মার্জন ;
কোন' দিন এ জীবনে, হয়ত কাহার' সনে
হ'তে পারে দেখা, কিংবা জনম-মতন,
বন্ধুগণ ! আজি এই শেষ দরশন।

শিবমস্তু।

ক্রোড়পত্র।

(১) বাল্য-বন্ধুগণের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ াস্ত্রী এম্ এ. শ্রীযুক্ত বাবু গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এম্. এ. শ্রীযুক্ত বু ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহ এম্. এ. শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার বিরত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দে, শ্রীযুক্ত বাবু অনাথ নাথ ব, প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন।

(২) "So far as the etymological investigations of ie Sanskrit have hitherto afforded satisfactory sults, it may certainly be considered as the parent ock of all the known languages."—*Mr. Hammer.*

"The world does not now contain annals of nore indisputable antiquity than those delivered own by the ancient Brahmans."—*Mr. Halhed.*

(৩) ১৮২০ খৃঃ অব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর বীরসিংহ গ্রামে হাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে ইনি ংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ইনি দার-পরিগ্রহ রেন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে বেতালপঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করেন, এবং ঐ অব্দেই সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জীবন-চরিত ও বোধোদয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ১৮৫১ খৃঃ অব্দে অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে উপক্রমণিকা ও কৌমুদীর প্রথম ভাগ এবং এক বৎসর পরে কৌমুদীর ২য়, ৩য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা শকুন্তলা লেখেন, এবং বিধবা-বিবাহের প্রথম পুস্তক প্রচার করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর প্রার্থনানুসারে বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ১৫ আইন প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ইনি হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা এবং চরিতাবলী প্রচারিত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন এবং তৎপরবৎসর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ইহার পর কৌমুদীর ৪র্থ ভাগ ও সীতার বনবাস মুদ্রিত করেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ ও দুই তিন বৎসর পরে ২য় ভাগ প্রচারিত হয়। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মেঘদূতের টীকা মুদ্রিত করেন। ইহার পর ভ্রান্তিবিলাস, সটীক উত্তরচরিত ও শকুন্তলা প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে কুলীন-কন্যাদিগের

দুঃখে দুঃখিত হইয়া বহুবিবাহ নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। অনেক পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় ইনি তাঁহাদের মত খণ্ডনার্থ ইহার ২য় ভাগ প্রচার করিতে বাধ্য হন। ইনি নিজ গ্রামে একটী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তি ৩টী শাখার সহিত মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৮এ জুলাই ইনি কলিকাতা মহানগরীতে মানব-লীলা সংবরণ করেন।

দর্প, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিনয়, ভক্তি, স্নেহ, দয়া, নির্ভীকতা, অদম্য উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়, স্বাধীন-চিন্ততা প্রভৃতি মহাপুরুষের যে কিছু লক্ষণ, সে সকলই ইহাঁতে ছিল। এ দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বিষয় অবগত আছেন। অদ্বিতীয়গামী বিদ্যাসাগর এই উপাধিই স্বনাম-খ্যাত এই মহাত্মার পর্য্যাপ্ত পরিচায়ক।

(৪) হুগলি জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর নামক গ্রামে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে মহাত্মা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর জন্ম হয়। ১৪শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি বিদ্যাধ্যয়নার্থ কলিকাতা হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। কি সাহিত্য, কি গণিত, কি পদার্থ বিদ্যা, কি পুরাবৃত্ত, সর্ব্ব শাস্ত্রেই ইহাঁর তুল্যরূপ অধিকার ছিল। ইনি লাইব্রেরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অতিশয় যশস্বী হন। ইহাঁর পারসী ভাষায় জ্ঞান ছিল। ইনি প্রিয় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথম পাটীগণিত প্রণয়ন করাতে ইহাঁকে গণিত-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল।

ইনি নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং বহু নিঃস্ব বালকের বেতন নিজ হইতে দিতেন। ইনি ক্রমান্বয়ে ঢাকা-কলেজ, হিন্দু-কলেজ ও সংস্কৃত-কলেজে শিক্ষকতা করেন। বি. এ. ক্লাস খুলিবার কিছু দিন পূর্ব্বে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইনি অতিশয় তেজস্বী লোক ছিলেন। ইহাঁর অসম্মতি ক্রমে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি নিম্নতলের গৃহে নামাইয়া দিবার প্রস্তাব হওয়াতে ইনি পদ পরিত্যাগ করেন। পশ্চাৎ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের ভ্রম হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাঁকে পুনরায় স্বপদে নিযুক্ত করেন। মহাত্মা এইচ্ উড্রো সাহেব ইহাঁর পুনঃ সংস্থাপন বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কিছু দিন বহরম. কলেজের অধ্যক্ষতা, ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য এবং প্রেসিডেন্সি-কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিয়া পেন্‌সন্ গ্রহণানন্তর ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ৫ই নভেম্বর পরলোক গমন করেন। ইনি আমাদের পরম-ভক্তি-ভাজন অধ্যাপক ছিলেন। ইনি যেরূপ দক্ষতার সহিত মহাকবি মিল্টনের 'প্যারা ডাইস্ লষ্ট' নামক পদ্য কাব্য এবং সেক্ষপিয়রের কতিপয় নাটক শিক্ষা দিয়াছিলেন, এ জীবনে কদাপি বিস্মৃত হইতে পারিব না।

(৫) জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত থানা রায়নার দক্ষিণ শাকরাড়া (শাক-নাড়া) গ্রামে ১৮০৬ খৃঃ অব্দে পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ উইল্‌সন্ সাহেব ইহাঁর মস্তক-দর্শনে বুদ্ধিমান্-বোধে শ্লোক রচনা করিতে বলায়, ইনি এক শ্লোকে কলেজের ও তিন শ্লোকে

সাহেবের বর্ণনা করেন। ৪ বৎসর সময়ের মধ্যে ইনি কাব্য, অলঙ্কার ও স্মৃতি পড়িয়া ন্যায়-শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী ৬ মাসের অবকাশ লইয়া কাশীবাস করাতে গুণগ্রাহী উইল্‌সন্ সাহেব প্রেমচন্দ্রকে প্রতিনিধি-অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। পর বৎসর নাথুরামের মৃত্যু হওয়াতে ইনি উক্তপদে স্থায়ী-ভাবে নিযুক্ত হন। অধ্যাপক হইবার পরেও ইনি সায়ং প্রাতে নিমচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, শম্ভুনাথ বাচস্পতির নিকট ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত আদি পড়িতেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-সাধনে যত্নবান্ ছিলেন। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ২। ৩ বৎসর মধ্যে বঙ্গ-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় ইনি 'সংবাদ প্রভাকর' সমাচার পত্রের প্রচারে সহায়তা করিতেন। পরিণামে ইনি বাঙ্গালা-রচনায় লেখনী সংযত করিয়া সংস্কৃত রচনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ইনি শকুন্তলা, উত্তর-রামচরিত, অনর্ঘ-রাঘব, রাঘব-পাণ্ডবীয়, পূর্ব্ব-নৈষধ, কাব্যাদর্শ, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, মুকুন্দ-মুক্তাবলী, সপ্তশতী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের টীকা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। কতকগুলি নূতন গ্রন্থ ও লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে সেগুলি পরিসমাপ্ত হয় নাই। ইনি ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে পেন্‌সন্ লইয়া ৪ বৎসর কাশীধামে জ্ঞানানুশীলন, যোগ-সাধন, সাধুভাবের উদ্দীপন, বিদ্যা-বিতরণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ২৫এ এপ্রেল ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করেন। প্রেমচন্দ্র

যোগ-বেত্তা ছিলেন এবং কুম্ভক করিতে করিতে অনেক সময়ে ভূতল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেন। ইনি কীদৃশী কবিত্ব-শক্তি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহাঁর প্রতি কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গীয় স্যার্ রাজা রাধাকান্ত দেব, মহাত্মা উইল্‌সন্, প্রিন্সেপ্ ও শ্রীযুত কাউএল সাহেব ইহাঁকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি এই মহাপুরুষের ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, রাম কমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, সমধিক উল্লেখ-যোগ্য।

(৬) কলিকাতার দক্ষিণ, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মুরাদিপুর গ্রামে ১২১১ সালে পূজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের জন্ম হয়। ১৮৪০ খৃঃঅব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিমাইচাঁদ শিরোমণির মৃত্যু হওয়াতে ইনি উক্তপদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইনি পেন্‌সন্ গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীধামে যাত্রা করেন। ইনি যেমন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, তেমনি সুকবি ছিলেন। 'ভৈরব পঞ্চাশিকা,' 'চামুণ্ডাশতক,' 'তারকেশ্বরস্তব' নামক গ্রন্থে ইহাঁর অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইনি 'কণাদ-সূত্র-বিবৃতি' নামে এক খানি বৈশেষিক দর্শনের টীকা ও 'পদার্থ-তত্ত্বসার' নামক ন্যায়গ্রন্থ প্রচারিত করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি 'পঞ্চদশ দর্শন' ও 'শঙ্কর দর্শনের' স্থূল মর্ম্ম বঙ্গ

ভাষায় সঙ্কলিত করিয়া 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' নামক পুস্তক প্রচারিত করেন। এই গ্রন্থ এরূপ বিশদভাবে লিখিত যে, সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বঙ্গভাষায় অনূদিত উক্ত দর্শন গ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য গ্রহে সমর্থ হইয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইনি অতিশয় বিনয়ী, অমায়িক ও অসামান্য-গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। এক সময়ে সংস্কৃত কলেজের গুণগ্রাহী অধ্যক্ষ কাপ্তেন মার্শেল ও মহামতি ই, বি, কাউএল সাহেব ইহাঁকে যার-পর-নাই ভক্তি করিতেন। ইনি ১২৮০ সালে কাশীলাভ করেন। ইহাঁর ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এ দেশে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর কলেজের ছাত্রমধ্যে পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন রামকমল ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম. এ. শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এম. এ. শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম. এ. এবং চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় রাখাল দাস ন্যায়রত্ন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, এদেশে সমধিক লব্ধ প্রতিষ্ঠ।

(৭) চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকাতার দক্ষিণ নাঙ্গলবেড়ে নামক গ্রামে পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে তৎপরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ল-কমিটির পণ্ডিত ও জজ-পণ্ডিত হন। ইহার পর বহুকাল সংস্কৃত-কলেজে স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিয়া ক্যাম্বেল সাহেবের রাজত্ব-কালে পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। ১২৮৫ সালে ২২এ অগ্রহায়ণ ইনি ৭০। ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্বর

রোগে মানব-লীলা সংবরণ করেন। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহাঁর প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা বিষয়ে প্রমাণ-স্থল হইয়া উঠিয়া ছিলেন। কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি শাস্ত্রেও ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত শিরোমণি মহাশয়ের সম্ভ্রমের পরিসীমা ছিল না। এমন কি একপত্নী ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর আকৃতি যেরূপ সুন্দর প্রকৃতিও তদ্রূপ উত্তম ছিল। ইনি সরল, অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন, এবং বঙ্গের একজন প্রাতঃস্মরণীয় সুপণ্ডিত। হিন্দু-সমাজ ইহাঁর নিকট বহু বিষয়ে ঋণী। ইনি দত্তকমীমাংসা ও দত্তক চন্দ্রিকার টীকা, দত্তক শিরোমণি, বিষ্ণাদি শতক, মনুসংহিতার বাঙ্গালানুবাদ এবং মহাত্মা ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ব্যয়ে ৬ খানি টীকার সহিত দায়ভাগ গ্রন্থের একটী অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ করেন।

(৮) ১৮১২ খৃঃ অব্দে পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ বাবু রামকল সেন ইহাঁকে সস্কৃত কলেজে অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। ইনি আজীবন কদাপি বৃথা কালহরণ করিতেন না, সুতরাং অলঙ্কার অধ্যয়নান্তে কাব্য বেদান্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। মহাত্মা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, নাথুরাম শাস্ত্রী ও যোগধ্যান মিশ্র যথাক্রমে তৎকালে সংস্কৃত-বিদ্যা-মন্দিরে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-ত্রয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ইনি ন্যায়ের শ্রেণীতে তৎকালীন বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক নিমাইচাঁদ শিরোমণির নিকট ন্যায় শিক্ষা করেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের ১৫ই জানুয়ারি কলেজ পরিত্যাগ

কালেই ইনি তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার প্রায় তিন চারি বৎসর পরে ইনি ৮ কাশীধামে গিয়া এক পরমহংসের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে অতি দুরূহ শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপনান্তে ঐ পরম-হংস "তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে অপ্রতিহত-বুদ্ধি হইবে"—এই বলিয়া ইহাঁকে আশীর্ব্বাদ করেন। কাশীতে অবস্থান সময়ে ইনি অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট পাণিনীয় ব্যাকরণ, সভাষ্য বেদ বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, দর্শন, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইনি স্বাধীন-চেতা পুরুষ ছিলেন। কাজেই স্বতন্ত্র-ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন। বস্ত্র, শাল, কাষ্ঠ, চাউল প্রভৃতি এরূপ ব্যবসায় নাই যাহাতে ইনি হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইনি ব্যবসায় নিবন্ধন প্রায় লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হওয়াতে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহামতি কাউএল সাহেবের পরামর্শে তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাৎকালিক হস্ত-লিখিত বহু প্রাচীন সুতরাং দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, বেদ, বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, উপনিষদ্ প্রভৃতি অসংখ্য ও অশেষবিধ গ্রন্থ বৃত্তি-সহ মুদ্রিত করিয়া জগতের বিস্তর হিত-সাধন করিয়াছেন। ইহাঁর মত স্মরণ-শক্তি প্রায় অন্য কাহারও দেখা যায় না। শ্রীযুত কাউএল সাহেব ইহাঁকে যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহারই সদুত্তর পাওয়াতে ইহাঁকে

ভক্তিপূর্ব্বক "এন্‌সাইক্লোপীডিয়া অভ্ সংস্কৃত লার্ণিং" – এই আখ্যা প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি ইনি পেন্‌সন্ গ্রহণ পূর্ব্বক সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বাচস্পতি মহাশয় সাতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য-কলাপে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। ইনি হবিষ্যাশী ছিলেন। স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেন এবং পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে স্বয়ং বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করাইতেন। পাক-করণে ইহাঁর সবিশেষ দক্ষতা ছিল। ইনি ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই অষ্টাদশ বর্ষ নিরন্তর অসামান্য পরিশ্রম করিয়া নিজ অদ্বিতীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ বাচস্পত্যাভিধান প্রস্তুত করেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ফাল্গুন মাসে ইনি ৺ বারাণসীধামে যাত্রা করিয়া ঐ বৎসর ৭ই আষাঢ় পার্থিব দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করেন।

(৯) চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী চাংড়িপোতা গ্রামে ১৭৯১ শকে পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। ১১ বৎসর বয়সের সময় ইনি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। পূর্ব্বে পিতার নিকট ব্যাকরণ পড়িয়া ১১। ১২ বৎসর ইনি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিল সার্ভেণ্ট পড়াইতে আরম্ভ করেন। ইংরাজী ভাষায় ইহাঁর বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তৎপরে সংস্কৃত কলেজের ২য় ব্যাকরণাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি ক্রমাগত ৩৭ বৎসর সংস্কৃত কলেজের কার্য্য করিয়া ১২৮০ সালে পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন

ইনি সাতিশয় পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। ইনি নিজ ব্যয়ে হরিনাভিতে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বিলক্ষণ দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। যখন কলেজে শিক্ষক হইয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বৃত্তি লওয়া অন্যায়-বোধে ইনি কদাপি পত্রের বিদায় লইতেন না। সমাজ-সংস্করণ বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ যত্ন ছিল। ইনি বৈদিক জাতির কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহ দেওয়া রহিত করেন। ইনি গ্রীস ও রোম রাজ্যের খানি বিস্তৃত ইতিহাস, নীতিসার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, বিশ্বেশ্বর-বিলাপ, এবং উপদেশমালা ১ম ও ২য় ভাগ, সাঙ্খ্যদর্শন ও ভূষণসার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইনি কল্পদ্রুম নামক এক খানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রও প্রচার করেন। কিন্তু ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ সোমপ্রকাশ নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বাঙ্গালা ভাষায় সুরুচি সহকারে সমাচার পত্র প্রচার-প্রথার ইনিই প্রথম প্রদর্শক। ইনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া জব্বলপুরের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিয়া ১২৯৩ সালের ৮ই ভাদ্র বেলা দুই প্রহরের সময় গলদেশে দুষ্ট ব্রণ হওয়ায় দেহত্যাগ করেন।

(১০) ১২৮১ সালে যখন পূজ্যপাদ চন্দ্রমোহন তর্কসিদ্ধান্ত ইহলোক পরিত্যাগ করেন, ইহাঁর কৃতিমান্ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, প্রেমচাঁদ ষ্টুডেণ্ট তৎকালে অতি অল্প-বয়স্ক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া গুরুদেবের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ে সবিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই।

আমি এই পর্য্যন্ত জানি, ভূ-কৈলাসে রাজবাটীতে ইহাঁর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, এবং ইনি বোপদেব-কৃত কবিকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃতগণপাঠ গ্রন্থখানিকে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত ও বিশদ করিয়া প্রচারিত করেন।

(১১) ১৮১০ খৃঃ অব্দে শান্তিপুর গ্রামে পূজ্যপাদ রাম-গোবিন্দ গোস্বামীর জন্ম হয়। ১৮২২ খৃঃ অব্দে মহাত্মা রামকমল সেন ইহাঁকে কলিকাতায় আনয়ন করেন, এবং সংস্কৃতকলেজ স্থাপনের পরেই ইহাঁকে উক্ত কলেজে বিদ্যাধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপন-পূর্ব্বক শিরোমণি উপাধি লইয়া রামগোবিন্দ বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হন। ১৮৬০ খৃঃঅব্দের ২৮ শে মার্চ্চ ইনি বিসূচিকা রোগ-গ্রস্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি দেখিতে গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার ও অতি সুপুরুষ ছিলেন। পুরাণ-পাঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল।

(১২) জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী রাজপুরগ্রামে স ১২৩০ সালে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম হয় ইং ১৮২৪ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি ৮ বর্ষ বয়সে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় স্মৃতি ও বেদান্ত অধ্যয়নানন্তর ১৩ বৎসরের পর বিদ্যালয় ত্যা করেন। প্রথমে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযু হইয়া ক্রমশঃ নিম্ন অধ্যাপকের পদ হইতে প্রধান অধ্যাপকে

পদে উন্নীত হইয়া ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। সন ১২৬৩ খৃঃ অব্দে যে মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করেন তাহার আয় হইতে উদ্বৃত্ত ২০,০০০ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে স্বগ্রামের জন্য দরিদ্র-ভাণ্ডার (Poor fund) সংস্থাপন পূর্ব্বক উপযুক্ত ট্রষ্টীগণের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া স্বগ্রামের জল কষ্ট নিবারণের জন্য দুইটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন, এবং লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সেতু সমেত দুইটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। উক্ত রাস্তা দুইটী ইহাঁর নামেই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল দেশহিত-কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বাল্যাবস্থায় অর্থাভাব নিবন্ধন যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন সে ক্ষোভ মিটাইয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যখন সংস্কৃত কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইহাঁরই শ্রীচরণ তলে বসিয়া আদি শিক্ষালাভ করি। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যখন বি, এ, শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখনও ইহাঁর শ্রীমুখ হইতে উপদেশ পাই, আবার কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া প্রায় ১০ বৎসর কাল ইহাঁর শ্রীচরণ দর্শন সুখ অনুভব করিয়াছি। ফলতঃ এ জীবনে ইহাঁর শ্রীচরণ-যুগল বিস্মৃত হইতে পারিব না।

(১৩) ১৮৩৬ খৃঃ অব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার অন্তঃপাতী নারিট গ্রামে পূজ্যপাদ শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের জন্ম হয়। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দিকগঞ্জ গ্রামে ৺ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ইনি কলিকাতায়

আসিয়া নিজ পিতৃব্য ৺ ঠাকুরদাস চূড়ামণি এবং সংস্কৃত কলে-জের অধ্যাপক ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায়, ও ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট অলঙ্কার শিক্ষা করেন। পঞ্জাব দেশীয় পরম হংস জ্যোতিঃস্বরূপ তৎকালে কলিকাতায় উপস্থিত থাকাতে ইনি তাঁহার নিকট বেদান্ত এবং শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামক ন্যায়-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে কালীনাথ তর্করত্ন নামক আচার্য্যের নিকট ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ইনি ৺ কাশীধামে যাইয়া দণ্ডী বিশুদ্ধানন্দ স্বামী প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিতের নিকট বেদ, উপনিষদ্, পাতঞ্জল ও মীমাংসা দর্শন শিক্ষা করেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ইনি ৺ মহারাজ কমলকৃষ্ণের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া একটী চতুষ্পাঠী খুলিলেন। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউএল সাহেব ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তদীয় বিদ্যাবত্তা অবগত ছিলেন, সুতরাং ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে পূজ্যপাদ ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ পেন্‌সন্ লওয়ায় তিনি ইহাঁকে সংস্কৃত কলেজে সাহায্যকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করেন। প্রথমে কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ইনি ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে ইনি স্থায়িরূপে যুগপৎ অলঙ্কার স্মৃতি ও ন্যায়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ইনি কলেজের অধ্যক্ষতার পদ প্রাপ্ত হন। ইনি আসিয়াটিক সোসাইটি, বিজ্ঞান-সভা, বিশ্ব-বিদ্যালয়, হিন্দু-হষ্টেল, বেথুন কলেজ, শিবপুর এন্‌জিনিয়ারিং কলেজের সভ্য ও মেম্বরের কার্য্য করেন। ইনি উপাধি পরীক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে

লর্ড ডফরিনের সময়ে দেশীয় শাস্ত্র শিক্ষার জন্য মুসলমান জাতির মধ্যে শামসউল নামা এবং হিন্দুদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করায় সেই সময় হইতে উক্ত উপাধি-দানের সূত্রপাত হইয়াছে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ইনি সি, আই, ই, এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বিস্তৃত টীকার সহিত কাব্যপ্রকাশ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইনি ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সাহায্য করেন, এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বিজ্ঞান-সমিতিতে যথেষ্ট দান করেন। ইনি স্বগ্রামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন, সন্নিহিত স্থানের পথ ঘাট সংস্করণ, এবং ট্রামের গাড়ী প্রচলন বিষয়ে সবিশেষ অনুকূলতাচরণ করিয়াছেন।

(১৪) খ্যাতনামা নিমাইচাঁদ শিরোমণি খৃঃ অব্দ ১৮২৪ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত কলেজে ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

(১৫) নাথুরাম খৃঃ অব্দ (১৮২৭—১৮৩২) অলঙ্কারাধ্যাপক।

(১৬) যোগধ্যান ১৮২৬ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত হন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপনা রহিত হইলে ইনি লীলাবতী শিক্ষা দিতেন।

(১৭) কাশীনাথ 'দেড়ে কাশীনাথ' স্মৃতির অধ্যাপক।

(১৮) শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বেদান্তের অধ্যাপক।

(১৯) হরনাথ তর্কভূষণ ব্যাকরণের অধ্যাপক।

(২০) সহৃদয়তার অবতার জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকে গুণজ্ঞ উইল্‌সন্ সাহেব বারাণসী হইতে আনাইয়া ইঁহার হস্তে কলেজের কাব্যাধ্যাপনার গুরু ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

(২১) রামদাস ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

(২২) রামময় তর্করত্ন ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের চতুর্থ সহোদর। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং কাব্যের অধ্যাপক। এই মহাত্মা অতি বিনয়ী ও অত্যন্ত অমায়িক এবং কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

(২৩). ৺ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্মভূমি খাঁটুরা গ্রাম। ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং কিছু দিন অধ্যাপকতাও করিয়া ছিলেন। ইনি যখন ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথমে বিধবা বিবাহ করেন, তখন বিবাহ সভায় অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন, বঙ্গের ছোট লাট পর্য্যন্ত উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহে ১০ সহস্র টাকা ব্যয় করেন।

(২৪) তারাশঙ্কর ভূত-পূর্ব্ব বিখ্যাত ছাত্র। ইনি সংস্কৃত কাদম্বরী এবং ইংরাজী রাসেলাস বঙ্গভাষায় অনূদিত করেন।

(২৫) প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর খৃঃ ১৮৪৪ অব্দে ব্যাকরণের অধ্যাপক হন। ইনি ৺রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ। ইহাঁর নিকট সর্ব্বদা একটী বস্ত্রময় গোলা থাকিত। পাঠ-কালে কেহ গল্প করিলে বা অন্যমনস্ক হইলে ইনি স্বস্থান পরিত্যাগ না করিয়া গোলা বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে পাঠে অভিনিবিষ্ট করিতেন

(২৬) প্রিয়নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও সাহিত্যাধ্যাপক নিবাস শ্যাখালা। বহু দিন মুন্সেফের কার্য্য করিয়া ছিলেন।

(২৭) মাধবচন্দ্র গোস্বামী কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক 'কারাস্থ বালরাজ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষাবস্থায় বহু দিন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। নিবাস বালিগ্রাম।

(২৮) যদুনাথ দুই জন ছিলেন। এক জন আহীরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভগিনীপতি 'ভামিনী-বিলাস' প্রণেতা, এবং কলেজের অন্যতম সুযোগ্য সাহিত্যাধ্যাপক।

(২৯) ১৭৫৩ শকে পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত ইলছোবা নামক গ্রামে রামগতি ন্যায়রত্ন জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন বস্তুবিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ, রোমাবতী (উপন্যাস) শিশুপাঠ, নীতিপথ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ঋজুব্যাখ্যা, দময়ন্তী, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এবং ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রচার করেন।

(৩০) রুদ্রমণি দীক্ষিত বেদান্তের অধ্যাপক।

(৩১) ১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্ব-পুষ্করিণী গ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত রসতরঙ্গিণীর বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাসবদত্তা গ্রন্থ খানি পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালে ইনি শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ রচনা করেন। ১২৬৪ সালে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(৩২) ১৭৪৪ শকে হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপক। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ইনি পতিব্রতোপাখ্যান এবং ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক লেখেন। ইহার পর রত্নাবলী,

বেণীসংহার, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব ও রুক্মিণীহর নামে ৬ খানি বাঙ্গালা নাটক এবং দক্ষযজ্ঞ নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন।

(৩৩) রামকমল অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ছাত্র-রত্ন। ইনি কিছু কাল কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ইংরাজি হইতে বঙ্গভাষায় 'বেকন-সন্দর্ভ' অনূদিত করেন, এবং এক খানি নূতন জ্যামিতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্র ইউক্লিডের মত তত অধিক প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিতে হয় না।

সংস্কৃত কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

১৮২৪ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় গভর্ণর জেনেরল মহামতি ল আমহর্ষ্টের শাসন-সময়ে কলিকাতা মহানগরীতে সংস্কৃত পাঠশা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠশালার প্রথম পত্তন দুই এক বৎসর পূ হইলেও তৎকালে ইহার অধিবেশনের জন্য কোনও স্বতন্ত্র বা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় ১৮২৪ খৃঃ অব্দই ইহার জন্ম-বর্ষ ধরিতে হইবে

সে যাহা হউক, বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল বটে, কি বিদ্যার্থীর অভাব। রাজা যে নিঃস্বার্থভাবে কেবল নিজ কর্ত্ত বোধে প্রকৃতি-পুঞ্জের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কখন কোনও রূপ দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, বহুক রিয়া মুসলমান নবাবগণের শাসনাধীন বিধিমতে উপদ্র প্রজাবর্গের হৃদয়ে ঈদৃশী ধারণা আদৌ না থাকাতে সকলে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, ইহার অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে রাজপুর

দিগের কোনও না কোনও কু অভিসন্ধি আছে। সেই দুরভিসন্ধি সাধনের অভিপ্রায়েই তাঁহারা এত অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও বিদ্যালয় নির্মাণ করাইয়াছেন। উপদেশ-চ্ছলে বালক-বৃন্দকে ধীরে ধীরে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াতে, কাহারও নিজ সন্তানকে অধ্যয়নার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি বা সাহস জন্মিল না। রাজপুরুষগণ গত্যন্তর না দেখিয়া ছাত্রদিগকে উৎকোচ দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

প্রত্যেক পাঠার্থীকে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। ঈদৃশ বন্দোবস্ত হওয়াতে ক্রমশঃ দুই একটী করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্ব-সাকল্যে পঞ্চাশটি ছাত্র সমবেত হইল। এই পঞ্চাশটি মাত্র ছাত্র লইয়া রাজপুরুষগণ বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমতঃ প্রত্যেক বালকের বৃত্তি তুল্যরূপ হইলেও পশ্চাৎ কেবল সাহিত্য ও ব্যাকরণ অধ্যয়নার্থী ছাত্রগণেরই মাসিক বৃত্তি পাঁচ টাকা হারে চলিতে লাগিল; ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীস্থ ছাত্র-বর্গের মাসিক বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া আট টাকা হইল।

কথায় বলে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,"—অর্থাৎ শুভকর্ম্মে নানা ব্যাঘাত। এটী যে যথা কথা এ স্থলে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বহু কষ্টে সৃষ্টে প্রথম অন্তরায়টি অন্তরিত হইল বটে, কিন্তু প্রতি আর এক বিভ্রাট উপস্থিত! বিদ্যার্থিগণকে অধ্যাপনা করাইবার লোক পাওয়া দুর্ঘট হইল। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা,"—অর্থাৎ রাজসেবা কুক্কুরের বৃত্তি। হেন নিকৃষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পাছে সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়,

পাছে জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায়-ভূত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ভবনে পত্রের বিদায় বন্ধ হয়, এই সাত পাঁচ ভাবিয়া কেহই গভর্ণমেণ্টের কার্য্য স্বীকার করিতে সাহসী হইলেন না। পাঠক। যেন স্মরণ থাকে তখনকার সমাজ এখনকার মত উচ্ছৃঙ্খল ও শিথিল-বন্ধন ছিল না।

ইতিমধ্যে রাজপুরুষগণ কিরূপ আয়ে সচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ হইবে কতিপয় পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় ভোগ-নিস্পৃহ পণ্ডিত-মণ্ডলী এক বাক্যে উত্তর করিলেন, 'দৈনিক এক টাকা' রাজপুরুষগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দৈনিক দুই টাকা অর্থাৎ মাসিক ৬০ টাকা বেতনে পাঁচজন এবং ৪০ টাকা বেতনে তিন জন পণ্ডিত-কুল-তিলককে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পাঠক! দেখু অল্পকালের মধ্যে দেশের কীদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সম্প্রতি ইহার দশ গুণ আয়ে সংসার চলা সুকঠিন। ইহা সামাজিক উন্নতি বা অবনতি ভগবান্ই জানেন!

তালিকা। *

পূর্ব্বোক্ত ৮ জন অধ্যাপকের মধ্যে (২০), (১৪), (১৯), (২১ (৩০) ক্রোড়পত্র দেখ। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে বেদান্ত উঠিয়া যায় ৬ষ্ঠ (অলঙ্কার) কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। কিছু দিন পরে ইঁ

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি কলেজের ৪র্থ ইংরাজী শিক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, দয়া করিয়া কলেজের প্রাচীন নথি অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাহির করিয়া দিয়াছেন।

হিন্দু পুরাবৃত্ত শিক্ষা দিতেন। ৭ম (স্মৃতি) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। মধ্যে স্মৃতির দুই শ্রেণী হয়। ৮ম (পাণিনি) গোবিন্দরাম। পাণিনি উঠিয়া গেলে ব্যাকরণের ৩য়শ্রেণী হয়, অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে পাণিনি ৩ বৎসরের জন্য পুনরারব্ধ হয়, অধ্যাপক ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষ ও বৈদ্যক শিক্ষার জন্য ২টী শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যোতিষ (১৬) ক্রোড়পত্র দেখ। বৈদ্যক শ্রেণীর ১ম পণ্ডিত ৺ক্ষুদিরাম কবিরাজ, ২য় ৺মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়াতে বৈদ্যক শ্রেণী উঠিয়া যায়। মধুসূদন তথায় ভর্ত্তি হইয়া এদেশে সর্ব্বাগ্রে শব চ্ছেদন করাতে তোপ-ধ্বনি হয়। পূর্ব্বে কেবল সংস্কৃত শিক্ষা হইত। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ৪০জন ছাত্র আবেদন করায় ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়। মাসিক ২০০, টাকা বেতনে M. W. Woolaston. এবং গঙ্গাচরণ সেন ও নবকুমার চক্রবর্ত্তী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকে। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে পুনরারব্ধ হয়। ১ম শিক্ষক রসিকলাল সেন ২য় শ্যামাচরণ সরকার। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে পুনঃসংস্থাপন। সাহিত্যের প্রোফেসর ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, অঙ্কের প্রোফেসর শ্রীশ্রীনাথ দাস। ১ম শিক্ষক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ২য় তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৩য় প্রসন্নকুমার রায়। প্রথম ছাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য। ৺ বিদ্যাসাগরের আমলে কায়স্থের প্রবেশ। ই,বি, কাউএল সাহেবের সময়ে সুবর্ণ বণিকের প্রবেশ। Council of education (শিক্ষা সমিতির) অধীন (Sub-Committee (নিম্নসভা) দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইত।

খৃঃ অব্দ (১৮২৪-১৮৩১) অবৈতনিক ১ম সেক্রেটারি W. Price.
খৃঃঅব্দ ১৮৩২র (জানুয়ারি—আগষ্ট),, ২য় সেক্রেটারি H. Todd.
খৃঃঅব্দ ১৮৩২র (সেপ্টেম্বর—৩৪) ,, ৩য় সেক্রেটারি A. Troyer.
খৃঃ অব্দ (১৮৩৫—৩৮) ,, ৪র্থ সেক্রেটারি রামকমল সেন।
,, ,, ১৮৩৬র কিছুদিন ,,৫ম সেক্রেটারি J. C. C. Southerland
খৃঃ অব্দ (১৮৩৯ জুলাই—১৮৪০ মার্চ্চ) ,, ৬ষ্ঠ G. F. Marshall.
সহকারী সম্পাদক মধুসূদন তর্কালঙ্কার।
খৃঃ অব্দ ১৮৪০ (মার্চ্চ—এপ্রিল) ,, Thomas A.W. Wise M D
,, ,, (১৮৪১—১৫০) মাসিক ১০০, বেতনে রসময় দত্ত।
সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। পরে রামমাণিক্য
বিদ্যালঙ্কার। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ৮ বিদ্যাসাগর।
১৮৫১ খৃঃ অব্দে ৮বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০, বেতনে Principal.
(অধ্যক্ষ) ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে কর্ম্মত্যাগ। ইহাঁর সময়ে অষ্টমী
প্রতিপদাদিতে ছুটি বন্ধ হইয়া রবিবারে অবকাশ দিবার প্রথ
হয়। ১৮৫২ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ২৲ টাকা মাত্র admis
sion fee, ও ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ১৲ টাকা মাসিক বেতন হয়
খৃঃ অব্দ ১৮৫৮—১৮৬৪ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের পুরাবৃত্ত
ধ্যাপক ই, বি, কাউএল অধ্যক্ষ। অধুনা ইনি ইংলণ্ডে
Oxford (উক্ষতর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক।
খৃঃ অব্দ (১৮৬৪—১৮৭৭) ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী অধ্যক্ষ
মধ্যে ৩ মাস সেণ্ডারস্ সাহেব উক্ত কার্য্য করেন। ১৮৭
খৃঃ অব্দে ইহাঁর পীড়া নিবন্ধন বি, এ, শ্রেণী প্রথমতঃ প্রেসি
ডেন্সি কলেজের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঃ অব্দ (১৮৭৭—১৮৯৫ মার্চ্চ) শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি,আই,ই।
,, ,, (১৮৯৫—১৯০০ ডিসেম্বর ৭ই) শ্রীনীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম,এ,।
ঃ অব্দ ১৯০০ ডিসেম্বরের ৮ই হইতে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম,এ,।

বিদায়।

কি বিষম সমস্যা উপস্থিত! আজি যেন মদীয় জীবন-নাটকের মাদ্য অভিনয় আরম্ভ হইল! ১৮৫২ খৃঃ অব্দে যখন নবম বর্ষ য়ঃক্রম কালে অধ্যয়নার্থ বিদ্যা-মন্দিরে প্রবিষ্ট হই, আজি যেন ুনরায় সেই সময়ে বিদ্যমান আছি! কারুণ্য-রত্নাকর দেবোপম গুরুগণের উদার মূর্ত্তি, সম-দুঃখ-সুখ সুহৃদ্-বৃন্দ ও সতীর্থগণের হাস্য মুখকমল আজি যেন চতুর্দিক্ হইতে আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিল! পরম স্নেহময়ি জননি! পরমারাধ্য জনক! প্রাণ-প্রতিম অনুজগণ! তোমরাই বা আজি কোথায় রহিলে? ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে গিয়া উদয় হইলে? তোমাদের সেই অমৃত-নিষ্যন্দিনী চির-পরিচিত বাণী অদ্যাপি মদীয় কর্ণ-কুহরে অনুরণিত হইতেছে! সেই স্নেহোজ্জ্বল বদন-সুধাকর নিখিল বিশ্ব-দর্পণে বিম্বিত রহিয়াছে! অথবা তোমরা অদ্য পর্য্যন্ত এ অভাগাকে ভুলিতে না পারিয়াই বুঝি সংসার-তুষানলে অন্তর্দগ্ধ এ হত হৃদয়ে সান্ত্বনা-বারি সিঞ্চন করিতে আজি আমার অন্তিক-বর্ত্তী হইয়াছ? আমি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম, ক্রমশঃ লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইব, তোমাদিগকে সুখী করিব, ঈদৃশ সঙ্কল্প-বিকল্পিত কত শত সুরম্য হর্ম্ম্য না জানি তৎকালে

তোমাদের নেত্রোৎসব বিধান করিয়াছিল! অমরগণ! তোমাদের সেই ভবিষ্যতের অবলম্বন, আজি নিরালম্ব হইয়া বিকর্ণ ভেলার ন্যায় ঘোর সংসারাবর্ত্তে সমস্তাৎ প্লাব্যমান হইতেছে, প্রতিমুহূর্ত্তেই তলসাৎ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হায়! শরদভ্রচলা মানুষের আশা কি অচির-স্থায়িনী! বালুকাময় সেতুর ন্যায় কি ক্ষণ-ভঙ্গুর! দেবগণ! আমি আপদ-শীর্ষ অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়াও যখনই ভাবি, তোমরা নিরাপদে শান্তিধামে উত্তীর্ণ হইয়া আজি পরমানন্দে নন্দন কাননে বিচরণ করিতেছ, তখনই মহোল্লাসে বিভোর হইয়া আত্ম-দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কালের জন্য আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করি।

কি চমৎকার! এই সকল আনন্দ-মূর্ত্তি এতকাল যেন হৃদয়ের অন্তস্তলে কোথায় বিলীন ছিল, আজি যেন হঠাৎ নবীভূত হইয়া নিবাত-নিষ্কম্প সরসী-সলিলে প্রতিমা-শশাঙ্কবৎ যুগপৎ আমার নেত্র-পথের পথিক হইয়াছে! পরম ভক্তি-ভাজন প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য্যগণ ও পরমারাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি আন্তরিক ভক্তি, নিষ্পাপ ও সরল-চিত্ত সহোদর ও সহাধ্যায়িগণের প্রতি অকপট স্নেহ, জীব-জগতের সহিত সহানুভূতি এবং পরম করুণাময় বিশ্ব-পতির অসীম বিশ্ব-রাজ্যের সর্ব্বত্র অত্যদ্ভুত শৃঙ্খলা ও অত্যাশ্চর্য্য পারিপাট্য-সন্দর্শনে বিস্ময়-রসে আপ্লুত নবীন ও অকলুষ অন্তঃকরণের নৈসর্গিকী ভক্তি-প্রবণতা প্রভৃতি যাবতীয় শোভন ও সুকোমল মনোবৃত্তি এক কালে মদীয় মনোরাজ্য অধিকার করিল! আজি যেন আমি সুকুমার-মতি পবিত্র-হৃদয় তাৎকালিক একটী নবমবর্ষীয় নব-

কুমার! এ জীবনে আর কখনও ঈদৃশ অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর মনোমধ্যে সম্ভূত হয় নাই।

ধন্য কাল! তোমার কি মোহিনী শক্তি! তুমি চিরাতীত বৃত্তান্তগুলি আজি কি অক্ষয় সুবর্ণাক্ষরেই মদীয় চিত্ত-ফলকে ক্ষোদিত করিয়াছ! কি সমুজ্জল বর্ণেই রঞ্জিত, প্রতিফলিত ও উদ্ভাসিত করিয়াছ! তোমার গর্ভ-শয্যাগত প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য্য পলে পলে পরিবর্দ্ধিত হয়! আজি যাহা হৃদয় বিনোদন করিতে অসমর্থ, দু'দিন পরে, তাহারই আর মাধুরীর পরিসীমা থাকিবে না,—যাহা কিছু অতীতের কুক্ষিগত তাহার আর সুষমা ধরে না। তাই আজি তুমি তোমার অনন্ত ভাণ্ডার-স্থিত মদীয় কৌমার-রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য নেত্র-সমীপে ধারণ পূর্ব্বক আমার অসহায় হৃদয় বিচূর্ণ করিয়া নিজ অনন্ত শক্তির পরিচয় দিলে! যখন সে স্মৃতি-সুখকর সুখের বাল্য এবং সেই বাল্যকালের অনুপম বিভব রাশি জনমের মত হরণ করিয়াছ, যখন আর সহস্র প্রার্থনায় তাহাদের পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রাখ নাই, তখন কেন আজি তাহাদের মোহন চিত্র গুলি নয়ন-পটে অঙ্কিত করিয়া ক্ষতের উপর আর বৃথা ক্ষারার্পণ কর? এ অনিত্য সংসারে সেগুলি হারাইয়াছি বলিয়া খেদ করি না, কেননা সেগুলি ধরিয়া রাখিবার বস্তু নহে; তবে কি না যখন তৎসমুদয় আমার আয়ত্ত ছিল,—যখন আজিকার মত ভাগ্য-দোষে সেগুলি হস্ত-বহির্ভূত না হইয়াছিল, তখন কেন এ নিগূঢ় সংসার-রহস্য বোধ করিবার সামর্থ্য জন্মে নাই?,—কেন সে গুলির প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিয়া দিবানিশি প্রাণ ভরে সাধ মিটাইয়া ভোগ করি

নাই? ইহাই একমাত্র ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, এই চিন্তাই অবিশ্রান্ত মর্ম্মান্তিক বেদনা উৎপাদন করিয়া আজি আমার দুর্ব্বল ও হতাশ হৃদয়কে যার-পর-নাই অস্থির করিয়াছে।

অথবা সর্ব্ব-সাক্ষিন্ দণ্ডধর কাল! যখন স্বকর্ম্ম-সূত্রে বদ্ধ প্রত্যেক জীব নিজ কর্ম্ম ফল ভোগের জন্যই এই কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ,—যখন কত শত দেবতুল্য মহা-ভাগ্যধর পুরুষ ও তোমারই কঠোর শাসনে,—অথবা তোমারি পক্ষপাত-শূন্য সুবিচারে,—একদা সজল নয়নে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তখন ন-গণ্য পামর আমি কেন আর নিজ দোষে তোমাকে জড়িত করি? কেনই বা বৃথা রোদন করিয়া সকলের সুখের গলে দুঃখের অশ্রুহার তুলিয়া দি?

বন্ধুগণ! অধুনা তোমাদের যথাযথ নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হই। অবসর ক্রমে এক এক বার মনে করিবেন, একদা দোষ গুণে জড়িত এক ভাগ্য-হীন জীবন-পথের পথিক কার্য্য-গতিকে কিছু দিনের জন্য সংস্কৃত-পাঠ-শালায় অবস্থিতি করিয়া মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহার নিদর্শন নাই!

অত্রৈব শিবম্।